

## سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ ﴿٢١﴾

### ২-সূরা আল বাকারা

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২৮৭ আয়াত এবং ৪০ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। আলিফ লাম মীম

الْمِ ②

৩। ইহা সেই কামিল (পূর্ণতম) কিতাব, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই, যাহা হেদায়াত (পথ-নির্দেশ) মুত্তাকীগণের জন্য,

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۚ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ③

৪। যাহারা গায়েবের (অদৃশ্যের) উপর ঈমান আনে এবং নামায কয়েম করে এবং আমরা তাহাদিগকে যে রিয্ক দিয়াছি উহা হইতে খরচ করে;

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ④

৫। এবং যাহারা ঈমান আনে উহার উপর যাহা তোমার প্রতি নামেন (অবতীর্ণ) করা হইয়াছে এবং যাহা তোমার পূর্বে নামেন করা হইয়াছিল, এবং তাহারা পরকালের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে ।

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۖ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ⑤

৬। ইহারাই তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহারাই সফলকাম হইবে ।

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑥

৭। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করিয়াছে — তাহাদিগকে তুমি সতর্ক কর বা সতর্ক না কর, ইহা তাহাদের জন্য সমান— তাহারা ঈমান আনিবে না ।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑦

৮। আল্লাহ তাহাদের হৃদয় সমূহের উপর এবং কর্ণ সমূহের উপর মোহর মারিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের চক্ষুর উপর রহিয়াছে পর্দা এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে এক মহা

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑧

১০

৯। এবং মানুষের মধ্যে কতক এমনও আছে, যাহারা বলে, 'আমরা আল্লাহ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখি'; অথচ তাহারা আদৌ মো'মেন নহে ।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ⑩

১০। তাহারা আল্লাহকে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে ধোকা দিতে চাহে, কিন্তু তাহারা নিজেদেরকে ছাত্রা অন্য কাহাকেও ধোকা দেয় না, বশতঃ তাহারা ইহা বুঝে না ।

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ⑪

১৯। তাহাদের হৃদয়ে ব্যাধি রহিয়াছে, ফলে আল্লাহ তাহাদের ব্যাধিকে আরও বাড়াইয়া দিলেন; এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে, কারণ তাহারা মিথ্যা বলিয়া আসিতেছিল।

১২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, 'তোমরা পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিও না'; তাহারা বলে 'আমরা তো কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী।'

১৩। সতর্ক হও! নিশ্চয় তাহারা ই বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তাহারা ইহা বুঝে না।

১৪। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা সেইরূপে ঈমান আন যেইরূপে অন্য লোকেরা ঈমান আনিয়াছে'; তাহারা বলে, 'আমরা কি সেইরূপে ঈমান আনিব যেইরূপে নিরবোধ লোকেরা ঈমান আনিয়াছে?' সতর্ক রাখিও! নিশ্চয় তাহারা ই নিরবোধ কিন্তু তাহারা জানে না।

১৫। এবং যখন তাহারা ঐ সকল লোকের সহিত মিলিত হয় তাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি'; কিন্তু যখন তাহারা নিজেদের দল-দলতাদের সহিত নিভূতে মিলিত হয়, তাহারা বলে, 'আমরা নিশ্চয় তোমাদের সঙ্গে আছি, আমরা শুধু উপহাসকারী।'

১৬। আল্লাহ তাহাদিগকে (তাহাদের) উপহাসের শাস্তি দিবেন এবং তাহাদিগকে তাহাদের ঔদ্ধত্যের মধ্যে দিশা-হারা হইয়া ঘুরিবার জন্য ছাড়িয়া দিবেন।

১৭। ইহারা ঐ সকল লোক তাহারা হেদায়াতের (পথপ্রাপ্তির) বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের বাবসা তাহাদের জন্য লাভজনক হয় নাই, এবং তাহারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হইয়া যায় নাই।

১৮। তাহাদের অবস্থা সেই ব্যক্তির অবস্থার অনুরূপ যে আশুন জ্বালাইল, অতঃপর, যখন উহা তাহার চতুর্দিক আলোকিত করিল, তখন আল্লাহ তাহাদের জ্যোতিঃ হরণ করিয়া লইলেন এবং তাহাদিগকে অন্ধকারাশির মধ্যে ছাড়িয়া দিলেন, তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না।

১৯। তাহারা বধির, মূক (এবং) অন্ধ; সুতরাং তাহারা ফিরিবে না।

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ يَمَّا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝

إِنَّا نَهْمُ الْمَفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ إِنَّا أَنهْمُ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا بِحَسْبِ الْوَعْدِ إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَفْزِعُونَ ۝

اللَّهُ يَسْتَفْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِأَنهْدَىٰ فَمَا رَاحَتِ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يَبْصُرُونَ ۝

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝

২০। অথবা মেঘ হইতে বর্ষণরত সেই রুটি ধারার ন্যায়  
যাহার মধ্যে অজ্জকারাশি, বজ্রধ্বনী এবং বিদ্যুৎ-চমক  
রহিয়াছে; তাহার বজ্রধ্বনী হেতু মৃত্যু-ভয়ে নিজেদের কর্ণে  
অশ্রু লি রাখা, অথচ আল্লাহ সকল কাফেরকে পরিবেষ্টন করিয়া  
আছেন।

أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ  
يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ  
الْمَوْتِ وَاللَّهُ بَظُورٍ بِالْكَافِرِينَ ﴿٢٠﴾

২১। বিদ্যুৎ-চমক তাহাদের দৃষ্টি শক্তিকে কাড়িয়া লইয়া  
যাওয়ার উপক্রম হয়; যখনই উহা তাহাদের উপর চমকায়,  
তখন তাহার উহার আলোকে চলিতে থাকে, এবং যখন  
অজ্জকার তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তখন তাহার  
দাঁড়াইয়া পড়ে, এবং যদি আল্লাহ চাহিতেন তাহা হইলে তিনি  
তাহাদের শ্রবণ শক্তি এবং দৃষ্টি শক্তিকে বিনষ্ট করিয়া দিতেন,  
নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে (যাহা তিনি চাহেন)

يَكَاذِبُونَ يُبْطِلُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَ  
فِيهِ إِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَالُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ  
بِهِمْ سَمْعَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢١﴾

২২। সর্বশক্তিমান।

২২। হে মানব মণ্ডলী ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতি-  
পালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের  
পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন  
করিতে পার;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ  
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য শয্যা এবং আকাশকে  
ছাদ স্বরূপ করিয়াছেন, এবং মেঘমালা হইতে পানি বর্ষণ  
করিয়াছেন এবং তদ্বারা তিনি তোমাদের জন্য রিষক স্বরূপ  
নানাবিধ ফল-ফলাদি উৎপন্ন করিয়াছেন, অতএব তোমরা  
আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করিও না, এমতাবস্থায় যে তোমরা জ্ঞাত  
আছ।

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً  
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ  
رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لَهُ إِندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং যদি তোমরা উহার সম্বন্ধে সম্পদে থাক যাহা  
আমরা আমাদের বান্দার উপর নাযেল করিয়াছি তাহা হইলে  
তোমরা ইহার অনুরূপ একটি সূরা উপস্থাপন কর, এবং আল্লাহ  
ব্যতীত তোমাদের অন্যান্য সাহায্যকারীকে আহ্বান কর, যদি  
তোমরা সত্যবাদী হও।

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا  
بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ  
اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٤﴾

২৫। কিন্তু যদি তোমরা এইরূপ করিতে না পার— এবং  
তোমরা কখনও এইরূপ করিতে পারিবে না— তাহা হইলে সেই  
অগ্নি হইতে আশ্রয়লাভ কর, যাহার ইজান মানুষ এবং  
প্রস্তরসমূহ, যাহা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে।

إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا دَلَّيْنِ فَتَعْلَمُوا أَنَّكُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٢٥﴾

২৬। 'এবং তুমি সুসংবাদ দাও তাহাদিগকে যাহারা ঈমান আনে এবং নেক আমল (সৎকর্ম) করে যে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য এমন বাগানসমূহ আছে যাহার তলদেশ দিয়া নহর (স্রোতস্থিনী) সমূহ প্রবাহিত থাকিবে, যখনই উহা হইতে তাহাদিগকে রিয্কস্বরূপ ফল-ফলাদির কিছু দেওয়া হইবে, তাহারা বলিবে, 'ইহাতো সেই রিয্ক যাহা আমাদের ইহার পূর্বে দেওয়া হইয়াছিল,' এবং তাহাদিগকে উহার অনুরূপও দেওয়া হইবে, এবং তাহাদের জন্য সেখানে পবিত্র জোড়া সমূহ থাকিবে এবং তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে।

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَآتَاوَاهُمْ مِمَّا شَاءُوا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾

২৭। আল্লাহ্ কখনও মশা অথবা উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর (বস্তুরও) উপমা দিতে কুষ্ঠা বোধ করেন না, অতএব যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা জানে যে, ইহা তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে সত্য, কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'এইরূপ উপমা দিয়া আল্লাহ্ কি বুঝাইতে চাহেন?' ইহার দ্বারা তিনি অনেককে পথভ্রষ্ট সাবাস্ত করেন এবং অনেককে তিনি ইহার দ্বারা হেদায়াত দান করেন, বস্তুতঃ তিনি ইহার দ্বারা দুষ্টিপরায়ণদের বাতিরেকে অন্য কাহাকেও পথভ্রষ্ট করেন না;

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا قَوْحَهَا فَمَا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٧﴾

২৮। যাহারা আল্লাহ্র অস্বীকারকে, উহা সূদূত করিবার পর, উস্ কর এবং যেই সম্পর্কে অটুট রাখিতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়াছেন উহাকে ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়, ইহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٨﴾

২৯। তোমরা কিরাপে আল্লাহকে অস্বীকার করিতে পার? অথচ তোমরা প্রাণহীন ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে প্রাণ দান করিলেন, আবার তিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দান করিবেন, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে জীবিত করিবেন, অতঃপর তাহারা ই দিকে তোমাদিগকে ফিরাইয়া নইয়া যাওয়া হইবে।

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّنْكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٩﴾

৩০। তিনিই তো পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর, তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করিলেন এবং উহাকে সাত আসমানে সূর্য্যাস্ত করিলেন; এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞাত।

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَنِينَ عَادًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং (সম্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু ফিরিশ্তা-গণকে বলিলেন 'নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে স্বলীফা নিযুক্ত করিতে চানিয়াছি; তাহারা বলিল, 'তুমি কি ইহাতে এমন কাহাকেও নিযুক্ত করিবে যে ইহাতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিবে এবং রক্তপাত করিবে? অথচ আমরাই তোমার প্রশংসাসহ ওণ কীর্তন করিতেছি এবং তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি।' তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয় আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জান না।'

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً  
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ  
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ  
مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

৩২। এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, অতঃপর উহাদিগকে ফিরিশ্তাগণের সম্মুখে রাখিলেন এবং বলিলেন, 'তোমরা আমাকে এইগুলির নাম বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَكَةِ  
قَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩। তাহারা বলিল, 'তুমি পবিত্র ও মহান! তুমি আমাদের যাহা শিক্ষা দিয়াছ উহা বাতীত আমাদের কোন জ্ঞান নাই; নিশ্চয় তুমি সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।'

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ  
الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٣﴾

৩৪। তিনি বলিলেন, 'হে আদম! তুমি তাহাদিগকে উহাদের নাম বলিয়া দাও; অতঃপর যখন সে তাহাদিগকে উহাদের নাম বলিয়া দিল, তিনি বলিলেন, 'আমি কি তোমাদিগকে বত্নি নাই যে, নিশ্চয় আমি আকাশ সমুদ্রের ও পৃথিবীর গোপন বিষয়সমূহ অবগত আছি এবং যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং যাহা তোমরা গোপন কর, আমি সবই জানি?'

قَالَ يَادُمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ  
قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ  
وَأَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং (সেই সময়কে সম্মরণ কর) যখন আমরা ফিরিশ্তাগণকে বলিয়াছিলাম, 'তোমরা আদমের আনুগত্য কর'; তখন তাহারা আনুগত্য করিল। কেবল ইবলীস বাতিরেকে, সে অমান্য করিল এবং নিজেকে অনেক বড় মনে করিল; বস্তুতঃ সে ছিল কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ  
أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং আমরা বলিলাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী বাগানটিতে বসবাস কর, এবং উহা হইতে যেখানে তোমাদের ইচ্ছা তৃপ্ত সহকারে আহার কর, কিন্তু এই গাছটির নিকট যাইও না, নচেৎ তোমরা যালমদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে।'

وَقُلْنَا يَادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا  
رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا  
 مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٦﴾

৩৭। কিন্তু শয়তান ইহা দ্বারা (উহা হইতে) তাহাদের উভয়ের পদস্খলন ঘটাইল এবং তাহাদিগকে উহা (অবস্থান) হইতে বহিষ্কৃত করিল যাহাতে তাহারা ছিল এবং আমরা বলিলাম, 'তোমরা সকলে এখান হইতে চলিয়া যাও; তোমরা একে অপরের শত্রু এবং তোমাদের জন্য এক (নির্দিষ্ট) সময় পর্যন্ত এই পৃথিবীতে বসবাসের স্থান এবং জীবিকা নির্বাহের উপকরণ (নির্ধারিত) আছে।'

৩৮। 'অতঃপর আদম স্বীয় প্রভুর নিকট হইতে কিছু (দোয়া বিষয়ক) বাক্য শিক্ষালাভ করিল (এবং তদনুযায়ী দোয়া করিল)। ফলে তিনি তাহার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন। নিশ্চয় তিনিই পুনঃ পুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।

৩৯। আমরা বলিলাম, 'চলিয়া যাও তোমরা সকলে এখান হইতে। অতঃপর, যদি কখনও তোমাদের নিকট আমার সমিধান হইতে হেদায়াত আসে, তখন যাহারা আমার হেদায়াতের অনুসরণ করিবে, তাহাদের কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।'

৪০। কিন্তু যাহারা অবিশ্বাস করিবে এবং আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে, ইহরাই আগুনের অধিবাসী; তথায় তাহারা বসবাস করিতে থাকিবে।

৪১। হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার নেয়ামতকে সম্মরণ কর, যে নেয়ামত আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছিলাম, এবং তোমরা আমার (সহিত কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও (তোমাদের সহিত কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ করিব, এবং আমাকেই ভয় কর।

৪২। এবং তোমরা উহার উপর ঈমান আন যাহা আমি নাযেল করিয়াছি, যাহা তসদীক করে উহার যাহা তোমাদের নিকট রহিয়াছে, এবং তোমরা ইহার সর্বপ্রথম অবিশ্বাসী হইও না, এবং আমার আয়াতসমূহকে অঙ্গমূল্যে বিক্রী করিও না, এবং তোমরা আমারই তাকওয়া অবলম্বন কর।

৪৬। এবং তোমরা জানিয়া বুঝিয়া সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করিও না এবং সত্যকে গোপন করিও না।

৪৮। এবং নামায কয়েম কর এবং যাকাত দাও এবং রুকু কর রুকুকারীগণের সহিত।

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ  
وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي  
الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ③

فَتَلَعَّ أَمْرٌ مِنْ رَبِّهِ كَذَلِكَ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ  
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ④

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى  
فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَخَفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ⑤

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
إِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ⑥

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ  
وَأَطِيعُوا أَرْوَاقَ الَّذِينَ يُعَاهِدُكُمْ وَآيَاتِي فَلَا تَهِنُوا ⑦

وَأَمَّا مَا آتَيْنَاكَ مَصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا  
أَوَّلَ كَافِرِيهَا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا ضَلِيلًا وَآيَاتِي  
فَاتَّقُونِ ⑧

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ  
تَكْتُمُونَ ⑨

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَضُوا لِلرُّكُوعِ ⑩

৪৫। তোমরা কি লোকদিগকে সং কাজের উপদেশ দাও এবং নিজদিগকে ভুলিয়া যাও, অথচ তোমরা কিতাব (তওরাত) আরতি কর? তবুও কি তোমরা বিবেক-বৃদ্ধি ষাটাইবে না?

৪৬। এবং তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর; এবং নিশ্চয় বিনয়ীগণ ব্যতিরেকে (অন্যান্যদের জন্য) ইহা বড়ই কঠিন,

৪৭। যাহারা বিশ্বাস করে যে, নিশ্চয় তাহারা তাহাদের প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং অবশ্যই তাহারা তাহারই দিকে ফিরিয়া যাইবে।

৪৮। হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার নেয়ামতকে স্মরণ কর যে নেয়ামত আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছিলাম, এবং আমি তোমাদিগকে (তৎকালীন) বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠ দান করিয়াছিলাম।

৪৯। এবং সেই দিনকে ভয় কর যখন কোন আত্মা বিনিময়ে কোন আত্মা কাড় আসিবে না, এবং তাহার নিকট হইতে কোন শাফায়াত কবুল করা হইবে না এবং তাহার নিকট হইতে কোন মুক্তিপণও গ্রহণ করা হইবে না এবং তাহাদিগকে কোন সাহায্য করা হইবে না।

৫০। এবং (স্মরণ কর সেই সময়ে) যখন আমরা তোমাদিগকে ফেরাউনের জাতি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম, তাহারা তোমাদের উপর নির্মমভাবে উৎপীড়ন করিতেছিল, তাহারা তোমাদের পুত্র সন্তানদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করিত এবং তোমাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিত এবং ইহা মধো তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে ছিল এক মহা পরীক্ষা।

৫১। এবং (স্মরণ কর সেই সময়ে) যখন আমরা তোমাদের জন্য সাগরকে বিভক্ত করিয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং আমরা ফেরাউনের দলবলকে নির্মজ্জিত করিয়াছিলাম, এমতাবস্থায় যে, তোমরা (ইহা) প্রত্যক্ষ করিতেছিলে।

৫২। এবং যখন আমরা মসার সহিত চলিষ রাত্রি ওয়াদা করিয়াছিলাম, তখন তাহার অনুপস্থিতিতে তোমরা (উপাসনার নিমিত্তে) একটি গো-বৎসকে গ্রহণ করিয়াছিলে, এবং তোমরা ছিলে যালেম।

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَسِّوْنَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٥﴾

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٦﴾

الَّذِينَ يَخُفُّونَ أَنْهُم مُّسْلَقُونَ وَرَبُّهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ الْيَّسَّرُ ﴿٤٧﴾

يُنَبِّئُ إِسْرَءِيلَ أَنْكُرُوا بِغَمِّي الْبَتَىٰ أَنَعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٤٨﴾

وَأَنفِقُوا يَوْمًا لَا تَجْزَىٰ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُصْرَوْنَ ﴿٤٩﴾

وَإِذْ جَعَلْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُوكَ سَوَاءَ الْعُلَاكِ يَدُوحُونَ أَبْنَاءَكَ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكَ كُفْرًا فِي دِينِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٥٠﴾

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَجْنَحْنَاكُمْ وَاقْرَعْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥١﴾

وَإِذْ عَصَاكَ مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ يَلِيلَةً لَّمْ تَتَّخِذْهُمُ الْجَلَّ مِنْ بَعْدِي وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩। তখন আমরা তোমাদিগকে ইহার পরও ক্রমা  
করিয়াছিলাম যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং (সম্মরণ কর) যখন আমরা মূসাকে কিতাব ও  
ফুরকান দিয়াছিলাম যাহাতে তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত  
হও।

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫। এবং যখন মূসা তাহার জাতিকে বলিল, 'হে আমার  
জাতি! তোমরা গো-বৎসকে (মাবদরূপে) গ্রহণ করিয়া নিশ্চয়  
নিজেদের আস্থার উপর যুলুম করিয়াছ, অতএব তোমরা  
তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট তওবা কর, এবং তোমরা  
তোমাদের আস্থা (এর কুপ্ররতি) সম্বন্ধে হত্যা কর, তোমাদের  
সৃষ্টিকর্তার সম্বন্ধে ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম হইবে; (যখন  
তোমরা আদেশ পালন করিলে) তখন তিনি তোমাদের প্রতি  
সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন; নিশ্চয় তিনি পুনঃ পুনঃ সদয়  
দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ  
بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ  
ذِكْرُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ تَتَابِعْ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ  
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٥﴾

৫৬। এবং (সম্মরণ কর) যখন তোমরা বলিয়াছিলে; 'হে  
মূসা! আমরা তোমার উপর আদৌ ঈমান আনিব না যতক্ষণ  
পর্যন্ত না আমরা আল্লাহকে সামনাসামনি দেখিব,' ফলে বজ্রপাত  
তোমাদিগকে আক্রমণ করিল, এবং তোমরা (নিজেদের  
আচরণের পরিণতি) অবলোকন করিতেছিলে।

وَإِذْ قُلْتُمْ يُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ خُتًى نَرَى اللَّهَ هَمَزَةً  
فَأَحْدِثْ لَكُمْ الصُّعُقَةَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٦﴾

৫৭। অতঃপর, আমরা তোমাদের মৃত্যুর পর  
তোমাদিগকে উদ্ধিত করিলাম যেন তোমরা কৃতজ্ঞ  
হও।

ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮। এবং আমরা তোমাদের উপর যেঘমাণার ছায়া  
দান করিলাম এবং আমরা তোমাদের জন্য 'মাম্ব' এবং  
'সালুওয়া' নাযেল করিলাম (এবং বলিলাম) 'তোমরা সেই  
পবিত্র রিম্বুক হইতে আহাৰ কর, যাহা আমরা তোমাদিগকে  
দিয়াছি।' তাহারা (অবাধ্যতা করিয়া) আমাদের উপর কোন যুলুম  
করে নাই, বরং তাহারা নিজেদের উপরই যুলুম  
করিয়াছিল।

وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَ  
السَّلْوى كُلًّا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَ  
لَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯। এবং (সম্মরণ কর সেই সময়ের কথা) যখন আমরা  
বলিয়াছিলাম, 'এই জনপদে প্রবেশ কর এবং উহা হইতে

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ



যেখানে তোমাদের ইচ্ছা তৃপ্তি সহকারে আহ্বার কর, এবং (উহার) দ্বারে আনুগত্যের সহিত প্রবেশ কর এবং তোমরা বল, (হে আল্লাহ্!) 'আমাদের পাপের বোঝা নামাও'। আমরা তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দিব এবং আমরা নিশ্চয় সৎকর্ম পরায়ণদিগকে বাড়াইয়া দিব।

৬০। কিন্তু যাহারা যুলুম করিয়াছিল তাহাদিগকে যে কথা (বলিতে) বলা হইয়াছিল তাহারা উহা বদলাইয়া অন্য কথা বলিল। ফলে যাহারা যুলুম করিয়াছিল আমরা তাহাদের উপর আসমান হইতে শাস্তি অবতীর্ণ করিলাম এইজন্য যে তাহারা

[১৩] অবাধ্যতা করিত।

৬১। এবং (সেই সময়কে সমরণ কর) যখন মুসা তাহার কণ্ঠমের জন্য পানি চাহিল, তখন আমরা বলিলাম, 'তুমি তোমার লাঠি দ্বারা পাথরটির উপর আঘাত কর,' ইহার ফলে উহার মধ্য হইতে বারটি খরগা উদ্গত হইয়া প্রবাহিত হইল, (তখন) প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান-স্থান চিনিয়া লইল, (এবং তাহাদিগকে বলা হইল) 'তোমরা আল্লাহর রিয়ক হইতে খাও এবং পান কর এবং যমীনে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না।'

৬২। এবং (সমরণ কর) যখন তোমরা বলিয়াছিলে, 'হে মুসা! আমরা একই প্রকার খাদ্যে আদৌ ধৈর্য ধারণ করিতে পারিব না, সুতরাং তুমি তোমার প্রভুর নিকট আমাদের জন্য দোয়া কর যেন যমীন যাহা উৎপন্ন করে উহা হইতে তিনি কতক আমাদের জন্য উৎপন্ন করেন, যথা - উহার শাক-সবজী, উহার শসা এবং উহার গম এবং উহার মূসুর এবং উহার পিয়াজ। তিনি বলিলেন, 'তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সঙ্গে বদল করিতে চাহ?' 'চিনিয়া যাও কোন শহরে, এবং তোমরা যাহা চাহিয়াছ তাহা সেখানে অবশ্যই রহিয়াছে'; এবং তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা এবং দারিদ্র অবধারিত করিয়া দেওয়া হইল, এবং তাহারা আল্লাহর গম্বের পাত্র হইল, ইহা এই জন্য হইল যে, তাহারা আল্লাহর নির্দশনাবলীকে অস্বীকার করিত এবং নবীগণকে অনায়াস ভাবে হত্যা করিতে চেষ্টা করিত; ইহা এই জন্য যে, তাহারা অবাধ্যতা এবং সীমানংঘন করিত।

৬৩। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে, এবং যাহারা ইহদী হইয়াছে এবং খুশানগণ এবং সাবীগণ — (তাহাদের মধ্যে) যাহারা আল্লাহ এবং পরকালের উপর (পূর্ণ) ঈমান আনিয়াছে

رَغَدًا أَوَّادُخُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ  
خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْحَسَنِينَ ۝

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ  
فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا  
كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِصَاحِكِ  
الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَضِيبًا قَدْ  
عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبُهُمْ كُلُّوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ  
اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

وَإِذْ قُلْتُمْ يُوسُفُ إِنَّ نَصِيرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ  
لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُخْتِ الْأَرْضُ مِنْ بَقَرٍ وَأَوْ  
نَحَّيْهَا وَفُؤْمِهَا وَعَدْيِهَا وَبَصُرِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدُونَ  
الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ إِهْطُوا مِصْرًا فَإِنَّ  
لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ وَصَحَّيْتُ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةَ وَالسَّكَنَةَ  
وَبَاءُ وَيَعْصِبُ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يُكْفَرُونَ  
بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا  
كَانُوا يَعْتَدُونَ ۝

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِحِينَ  
الضَّالِّينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ

এবং নেক আমল (পূণ্য কর্ম) করিয়াছে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে তাহাদের প্রভুর নিকট (মধ্যযোগা) পুরস্কার, তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না ।

৬৪ । এবং (সম্মরণ কর সেই সময়কে) যখন আমরা তোমাদের নিকট হইতে দৃঢ় অস্বীকার নহিয়াছিলাম এবং তুর পর্বতকে তোমাদের উপর সমুদ্র করিয়াছিলাম (এবং বলিয়াছিলাম), ‘আমরা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি উহা তোমরা মশবুত ভাবে ধর এবং ইহার মধ্যে যাহা আছে তাহা সম্মরণ রাখ যেন তোমরা মৃত্যুকী হইতে পার ।’

৬৫ । অতঃপর, তোমরা ইহার (হেদায়াত প্রাপ্তির) পরও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে, অতঃপর, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর ক্ষমল এবং তাহার রহমত না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতে ।

৬৬ । এবং তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা সাবাতের বিষয়ে সীমানাধন করিয়াছিল তাহাদের (পরিণাম) স্বল্পে তোমরা নিশ্চয় অবগত হইয়াছ । সুতরাং আমরা তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, ‘তোমরা লাক্ষিত বানর হইয়া যাও ।’

৬৭ । অতঃপর, আমরা ইহাকে তাহাদের সমসাময়িক এবং তাহাদের পরবর্তীকালের লোকদের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত এবং মৃত্যুকীর্ণের জন্য উপদেশ স্বরূপ করিয়াছিলাম ।

৬৮ । এবং (সম্মরণ কর) যখন মুসা তাহার কওমকে বলিয়াছিল, ‘নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে একটি গাভী যবাহ করার আদেশ দিতেছেন,’ তাহারা বলিয়াছিল, ‘তুমি কি আমাদিগকে ঠাট্টার পাত্র পাইয়াছ ?’ সে বলিল, ‘আমি আল্লাহর আশ্রয় চাহিতেছি যাহাতে আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না হই ।’

৬৯ । তাহারা বলিল, ‘তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রভুর সমীপে দোয়া কর, যেন তিনি আমাদিগকে স্পষ্টভাবে অবহিত করেন যে, উহা কিরূপ ।’ সে বলিল, ‘তিনি বলিতেছেন, উহা এমন একটি গাভী, যাহা বৃদ্ধাও নহে এবং অল্প-বয়স্কও নহে, বরং ঐ দুই-এর মাঝামাঝি পূর্ণ যৌবনা; সুতরাং তোমাদিগকে যাহা আদেশ দেওয়া হইতেছে তাহা পালন কর ।’

৭০ । তাহারা বলিল, ‘তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রভুর সমীপে দোয়া কর, যেন তিনি আমাদিগকে স্পষ্টভাবে অবহিত করেন যে, উহার রং কি ।’ সে বলিল, ‘তিনি বলিতেছেন, উহা একটি হলুদ বর্ণের গাভী, উহার রং উজ্জ্বল গাঢ়, যাহা দর্শক দিগকে আনন্দ দেয় ।’

صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي الشَّبَعِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۝

وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَنُفْقِدُهَا هَؤُلَاءِ قَالِ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا فِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ظَائِرُ فِيهَا وَلَا بَغَرٌ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْقَاعِلَ مَا تُؤْمَرُونَ ۝

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النُّظُرِينَ ۝

৭১। তাহারা বলিল, 'তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রভুর সমীপে দোয়া কর, যেন তিনি আমাদেরকে অবহিত করেন যে, উহা কিরূপ; কারণ আমাদের নিকট সকল গাভী পরস্পর একই রকম মনে হইতেছে এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় আমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হইব।'

৭২। সে বলিল, 'তিনি বলিতেছেন, উহা এমন এক গাভী, না উহাকে ভূকর্মণের জন্য হালে জোতা হইয়াছে, না উহাকে খেতে পানি সেচের কাজে ব্যবহার করা হইয়াছে; উহা সূক্ষ্ণ কায়, উহাতে কোন দাগ নাই।' তাহারা বলিল, 'তুমি এখন প্রকৃত বিষয় পেশ করিয়াছ।' তখন তাহারা উহাকে যবাহ করিল, যদিও

৮  
[১০]

তাহারা ইহা করিতে ইচ্ছুক ছিল না।

৭৩। এবং (সমরণ কর সেই সময়ের কথা) যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলে, অতঃপর, তোমরা উহার সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিলে, অথচ যাহা তোমরা গোপন করিতেছিলে, আল্লাহ্ উহার উদ্ঘাটনকারী ছিলেন।

৭৪। অতঃপর, আমরা বলিলাম, 'এই ঘটনাকে (অপরাধের অনুরূপ) কতক ঘটনাবলীর সহিত মিলাইয়া দেখ (তাহা হইলে তোমরা প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিবে),' এইভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদিগকে তিনি নিজ নির্দেশাবলী দেখান যেন তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাও।

৭৫। অতঃপর, তোমাদের হাদয় উহার পর কঠিন হইয়া গেল—এমন কি উহা প্রস্তরের ন্যায় বরং তদপেক্ষাও কঠিনতর, অথচ প্রস্তরের মধ্যে নিশ্চয় কতক এমন আছে যেগুলি হইতে নহর সমূহ নির্গত হয়, এবং নিশ্চয় উহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যখন উহারা বিদীর্ণ হয় তখন উহাদের মধ্যে হইতে পানি উৎসারিত হয়। এবং নিশ্চয় উহাদের মধ্যে কতক এমনও আছে যাহারা আল্লাহ্র ভয়ে বিনত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ তোমরা যাহা কিছুই কর আল্লাহ্ উহা সম্বন্ধে গাফেল নহেন।

৭৬। তোমরা কি আশা কর যে, তাহারা তোমাদের কথায় বিশ্বাস আনয়ন করিবে? অথচ তাহাদের মধ্যে একদল এমন আছে, যাহারা আল্লাহ্র কালাম শুনে এবং উহা বুঝিবার পরও উহাকে বিকৃত করিয়া দেয়, অথচ তাহারা (উহার মন্দ পরিণাম সবিশেষ) অবগত আছে।

قَالُوا اَنْعِ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ اِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْهِمْ وَاِنْ اِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۝

قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا اِنَّنَا بَعِثْنَا بِلَيْحٍ فَاَذْهَبَهَا وَمَا كَاذُو يَقُولُونَ ۝

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَازْدَرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝

فَقُلْنَا اَفَرَأَوْهُ بِخُضُقٍ كَذَلِكَ يَبْغِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ اٰيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً وَاِنْ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ اَنْهَارٌ وَاِنْ مِنْهَا لَمَا يَشْقَى فَيُخْرِجُ مِنْهُ اَمَّاٌ وَاِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

اَقْتَضَبُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْعَوْنَ كَلِمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يَحْزِنُوْنَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

৭৭। এবং যখন তাহারা সাক্ষাৎ করে তাহাদের সাথে যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি,' এবং যখন তাহারা পরস্পর নিভৃত সাক্ষাৎ করে, তাহারা বলে, 'তোমরা কি তাহাদিগকে (যাহারা ঈমান আনিয়াছে) ঐ সকল কথা বলিয়া দাও যাহা আল্লাহ তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, যাহার ফলে তাহারা এই দুনিয়ার সাহায্যে তোমাদের প্রভুর সমীপে তোমাদের সহিত তর্ক-বিতর্কে নিপুণ হয়। তোমরা কি বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না?'

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِضُغُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا اتَّخَذُوا لَهُمْ سَبِيلًا لَقَدْ عَلِمَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيُخَاجَهُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ①

৭৮। তাহারা কি জানে না যে, তাহারা যাহা কিছু গোপন করে এবং যাহা কিছু প্রকাশ করে নিশ্চয় আল্লাহ সবই জানেন?

أُولَئِكَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُرْسُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ②

৭৯। এবং তাহাদের মধ্যে কতক নিরক্ষর লোক আছে যাহারা মিথ্যা ধারণা ব্যতীত কিতাবের কোন জ্ঞান রাখেন না এবং তাহারা কেবল অনুমান করে।

وَمِنْهُمْ أَصْنُفٌ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانٍ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْشَوْنَ ③

৮০। সূত্রাং পরিতাপ তাহাদের জন্য যাহারা স্বহস্তে কিতাব লিখে, অতঃপর তাহারা বলে, 'ইহা আল্লাহর নিকট হইতে,' যাহাতে তাহারা ইহা দ্বারা স্বল্প মূল্য গ্রহণ করিতে পারে; অতঃপর পরিতাপ তাহাদের জন্য উহার কারণে যাহা তাহাদের হাত লিখিয়াছে এবং পরিতাপ তাহাদের জন্য উহার কারণে যাহা তাহারা অর্জন করে।

قَوْلٍ لِلَّذِينَ يَكْتُوبُونَ الْكِتَابَ بِالْيَمِينِ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلٍ لَهُمْ قِيمًا كُتِبَ إِلَيْهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ قِيمًا يَكْسِبُونَ ④

৮১। এবং তাহারা বলে, 'আগুন আমাদিগকে আদৌ স্পর্শ করিবে না কেবল কয়েকদিন বাতিরেকে।' তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহর নিকট হইতে কোন অসীকার লইয়াছ? তাহা হইলে আল্লাহ কখনও তাহার অসীকার ভঙ্গ করিবেন না, অথবা আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা এমন কথা বলিতেছ যাহা তোমার জ্ঞান না?'

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ تُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ⑤

৮২। হাঁ, যে কেহ মন্দ কর্ম করে এবং তাহার পাপ তাহাকে পরিবেষ্টন করে — তাহারাই আগুনের অধিবাসী, তথায় তাহারা দীর্ঘকাল অবস্থান করিবে।

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ⑥

৮৩। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে — তাহারাই জাহান্নামের অধিবাসী সেখানে তাহারা চিরকাল বাস করিবে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ⑦

৮৪। এবং (সমূহ কর সেই সময়ে) যখন আমরা বনী ইসরাঈলের নিকট হইতে দৃঢ় অসীকার নইয়াছিলাম, 'তোমরা আল্লাহ্ বাতীত অন্য কাহারো ইবাদত করিবে না, এবং সদয় ব্যবহার করিবে পিতা-মাতার সহিত এবং আত্মীয় স্বজনের সহিত এবং এতীমদের সহিত এবং মিসকীনদের সহিত, এবং তোমরা লোকের সহিত সুন্দর ও উত্তমভাবে কথা বলিবে এবং নামায কায়েম করিবে এবং যাকাত দিবে,' কিন্তু তোমাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোক বাতিরেকে বাকি সকলেই পরামুখ হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسُّكُونِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٤﴾

৮৫। এবং (সেই সময়ে) যখন আমরা তোমাদের নিকট হইতে দৃঢ় অসীকার নইয়াছিলাম: 'তোমরা একে অপরের রক্তপাত করিবে না এবং নিজ (জাতির লোক) দিগকে স্ব স্ব গৃহ হইতে বহিষ্কার করিবে না,' এবং তোমরা ইহা স্বীকার করিয়াছিলে; এবং তোমরা ইহার সাক্ষ্য দিতেছিলে।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُعْرِضُونَ أَنْفُسَكُمْ ۖ مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَسْهَوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৬। তথাপি তোমরাই সেই লোক যাহারা একে অপরের হত্যা করিতেছ এবং নিজেদের মধ্যে হইতে এক দলকে তাহাদের বিরুদ্ধে তাহাদের শত্রুগণের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া পাপ ও যুলুমের মাধ্যমে তাহাদিগকে তাহাদের আবাসগৃহ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিতেছ। এবং যদি তাহারা বন্দী হইয়া তোমাদের নিকট আসে, তখন তোমরা তাহাদিগকে মুক্তিপণ দিয়া উদ্ধার করিয়া থাক অথচ তাহাদিগকে বহিষ্কার করাই তোমাদের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করা হইয়াছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের এক অংশের উপর ঈমান রাখ এবং অপর অংশকে অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা প্ররূপ কার্য করে, পার্থিব জীবনে তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা বাতীত আর কি শাস্তি হইতে পারে? কিয়ামত দিবসে তাহাদিগকে ইহা অপেক্ষা কঠোরতর শাস্তির দিকে ত্যাগীয়া নইয়া যাওয়া হইবে, এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ্ সেই বিষয়ে গাফেল নহেন।

ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُعْرَجُونَ قَرِيْبًا ۖ مِنْكُمْ ۖ مِن دِيَارِهِمْ يُظْهِرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَإِن يَأْتُواكُمْ أُسْرَىٰ فَذُوهُمْ ۚ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ۖ وَنُكِّرْ ۚ لَا يُؤْتَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ يُرْذَلُونَ إِلَىٰ أَسْفَلَ الْعَذَابِ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٦﴾

৮৭। ইহারা ই এমন লোক যাহারা পরজীবনের বিনিময়ে ইহজীবনকে ক্রয় করিয়াছে, সুতরাং তাহাদের উপর হইতে না শাস্তি নাযব করা হইবে এবং না তাহাদিগকে কোন সাহায্য করা হইবে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ ۚ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٧﴾

৮৮। এবং নিশ্চয় আমরা মুসাকে কিতাব দিয়াছিলাম, এবং তাহার পর পরায়ুক্তমে তাহার অনুসরণে রসুলগণকে প্ররণ করিয়াছিলাম; এবং মরিয়মের পুত্র ঈসাকেও আমরা সুস্পষ্ট নির্দেশনাবলী দিয়াছিলাম এবং রুহুল কুদুস (পবিত্র আত্মা) দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম; তবে কি ইহা সত্য নহে যে, যখনই তোমাদের নিকট কোন রসুল এমন শিক্ষা নইয়া আসিয়াছে যাহা তোমাদের মনঃপূত হয় নাই, তখনই তোমরা অহংকার করিয়াছ এবং তাহাদের কতককে তোমরা মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছ এবং কতককে হত্যা করিয়াছ ?

৮৯। তাহারা বলিল, 'আমাদের হৃদয়গুলি পদায়া আরত আছে।' না, বরং তাহাদের অস্বীকারের কারণে আল্লাহ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহারা অল্প ঈমানই রাখে।

৯০। এবং যখন আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট এক কিতাব আসিল যাহা উহার তসদীক্ (সত্যায়ন) করে যাহা তাহাদের নিকট রহিয়াছে, এবং ইতিপূর্বে তাহারা কাফেরদের উপর বিজয় লাভের প্রার্থনা করিত; অতঃপর, যখন তাহাদের নিকটে উহা আসিল যাহা তাহারা (সত্য বলিয়া) চিনি, তখন তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিল। সুতরাং কাফেরদিগের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

৯১। উহা বড়ই নিকট, যাহার বিনিময়ে তাহারা নিজেদের আত্মকে বিক্রয় করিয়াছে — উহা এই যে, আল্লাহ যে কালাম নাযেল করিয়াছেন, তাহারা বিদ্রোহ করিয়া উহাকে অস্বীকার করে এই জন্য যে, আল্লাহ তাহার বাদশাগণের মধ্য হইতে যাহাকে চাহেন তাহার প্রতি স্বীয় ক্ষমতা নাযেল করেন। সুতরাং তাহারা (আল্লাহর) ক্রোধের পর ক্রোধভাজন হইল, এবং কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আঘাত রহিয়াছে।

৯২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা উহার উপর ঈমান আন যাহা আল্লাহ নাযেল করিয়াছেন,' তখন তাহারা বলে, 'আমরা উহার উপর ঈমান আনি যাহা আমাদের উপর নাযেল করা হইয়াছে,' এবং তাহারা উহাকে অস্বীকার করে যাহা উহার পরে (নাযেল) হইয়াছে, অথচ ইহা পূর্ণ সত্য, তাহাদের নিকট যাহা আছে উহার ইহা তসদীক্ করে। তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যই মূমেন হইতে তাহা হইল তোমরা উহার পূর্বে আল্লাহর পক্ষ হইতে সমাগত নবীগণকে কেন হত্যা করিতে (তৈয়াত থাকিত) ?'

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالزُّبُرِ  
وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ  
أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ أَنْتُمْ أَنْتَكُمُ  
فَقَرِينًا كَذِبًا وَمَنْ قَرِينًا تَقْتُلُونَ ۝

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا  
مَّا يُؤْمِنُونَ ۝

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ  
وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ  
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا لِقَاءَ رَبِّهِمْ فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى  
الْكُفْرِيَيْنِ ۝

بَشَرًا ائْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا عَمَّا أَنْزَلِ اللَّهُ  
بِفِيٍّ أَنْ يُنْزَلَ اللَّهُ مِنْ قَضَائِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ  
عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ  
مُهِينٌ ۝

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا  
أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَنَكْفُرُ بِهِ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ  
مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ  
مِنْ قَبْلِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

৯৩। এবং নিশ্চয় মুসা তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন সহ আসিয়াছিলেন, তাখাপ তাহার অনুপস্থিতিতে তোমরা গো-বৎসকে (মাব্দ রূপে) গ্রহণ করিয়াছিলে, বস্তুতঃ তোমরা ছিলে যালেম।

৯৪। এবং (সম্মুখ কর সেই সময়কে) যখন আমরা তোমাদের নিকট হইতে দৃঢ় অস্বীকার লইয়াছিলাম এবং তুর পর্বতকে তোমাদের উর্ধ্বেদেশে সমুদ্র করিয়াছিলাম (এই বলিয়া) 'আমরা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি তাহা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং শ্রবণ কর; তাহারা বলিল, 'আমরা শ্রবণ করিলাম এবং অমান্য করিলাম; এবং তাহাদের অস্বীকারের কারণে তাহাদের অন্তরসমূহ গো-বৎস প্রীতিতে পরিপ্লুত হইয়া গেল। তুমি বল, 'তোমাদের ঈমান তোমাদিগকে যাহার আদেশ দেয়া উহা অতি নিকৃষ্ট, যদি তোমরা মু'মেন হও।'

৯৫। তুমি বল, 'যদি আল্লাহর নিকট পরকালের আবাস অন্য লোককে বাদ দিয়া কেবল মাত্র তোমাদেরই জন্য নির্দিষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

৯৬। কিন্তু, তাহাদের হস্তসমূহ অগ্রে সাহা কিছু প্রেরণ করিয়াছে উহার কারণে তাহারা কখনও ইহা (মৃত্যু) কামনা করিবে না এবং যালেমদিগকে আল্লাহ উত্তমভাবে জানেন।

৯৭। এবং নিশ্চয় তুমি তাহাদিগকে সকল লোকের মধ্যে সর্বাধিক আয়ুলোভী পাইবে, এমন কি যাহারা শিরক করিয়াছে তাহাদের অপেক্ষাও তাহাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যেন তাহাকে হাজার বৎসরের আয়ু দান করা হয়, অথচ উহা (দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি) তাহাকে আঘাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না, এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছে আল্লাহ উহার সম্যকদ্রষ্টা।

৯৮। তুমি বল, 'যে ব্যক্তি এই জন্য জিবরাঈলের শত্রু হইয়াছে যে, সে তোমার হাদয়ের উপর আল্লাহর আদেশে ইহা (কুরআন) নাযেল করিয়াছে, যাহা তাহার পূর্ববর্তী কানামের সত্যায়নকারী এবং মু'মেনদের জন্য হেদায়াত (পথ নির্দেশ) ও সুসংবাদ স্বরূপ।

৯৯। যে কেহ আল্লাহর এবং তাহার ফিরিশ্বাসগণের এবং তাহার রসুলগণের এবং জিবরাঈলের এবং মোকাত্তলের শত্রু, সেইক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ ও কাফেরদের শত্রু।'

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْفُلَّ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٣﴾

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمِعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَنشِرُونَا فِي قُلُوبِهِمُ الْوَجَلَ يُكْذِبُكُمْ فَلَبِئْسَ يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِبْرَاهِيمُ أَنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٤﴾

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٥﴾

وَلَنْ يَّمُنُوا بِهِ أَبَدًا بِمَا كَذَّبَ آيَاتِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٦﴾

وَلَيَعْلَمَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتِهِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَنَّهُ يُؤَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحَّزِّجِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يَتَعَبَّرَهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ ﴿٩٧﴾ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٨﴾

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٠٠﴾

১০০। এবং নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী নাযেল করিয়াছি এবং দৃষ্টিপরায়ণরা বাতীরকে কেহ ঐ উলিকে অস্বীকার করে না।

১০১। কী! যখনই তাহারা কোন অস্বীকারে অস্বীকারাবদ্ধ হয়, তখনই তাহাদের একদল উহা দূরে নিক্ষেপ করে : বরং তাহাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।

১০২। এবং যখন আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট এমন এক রসূল আসিল, যে তাহাদের নিকট যাহা আছে উহার সত্যায়নকারী, তখন যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একদল আল্লাহর কিতাবকে নিজেদের পিঠের পিছনে নিক্ষেপ করিল, যেন তাহারা (ইহা) আদৌ জানে না।

১০৩। এবং তাহারা (ইহদীগণ) উহার অনুসরণ করিল যাহা সুলায়মানের রাজত্ব কালে বিদ্রোহীরা অবলম্বন করিয়াছিল। বস্তুতঃ সুলায়মান অস্বীকার করে নাই বরং বিদ্রোহীরাই অস্বীকার করিয়াছিল। তাহারা লোকদিগকে প্রতারণামূলক যাদু-বিদ্যা শিক্ষা দিত, এবং (দাবী করিত যে তাহারা অনুসরণ করিতেছে) উহাকে (কুটকৌশল) যাহা বাবিল শহরে হারাত এবং মারুত

ফিরিশ্‌তাদের উপর নাযেল করা হইয়াছিল, অথচ তাহারা উভয়ই কোন ব্যক্তিকে কিছুই শিক্ষা দিত না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা বলিত, 'আমরা তো কেবল আল্লাহর পক্ষ হইতে' পরীক্ষা স্বরূপ; অতএব, তুমি কুফরী করিও না। তদনুযায়ী নোকেরা তাহাদের উভয়ের নিকট হইতে এমন কিছু শিক্ষা লাভ করিত যদ্বারা তাহারা পুরুষ এবং তাহার স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করিয়া দিত, এবং আল্লাহর আদেশ বাতীত তাহারা উহার দ্বারা কাহারও ক্ষতিসাধন করিত না, পক্ষান্তরে ইহারা (হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধবাদীরা) এমন শিক্ষা লাভ করিতেছে যাহা লোকের ক্ষতি সাধন করে এবং তাহাদের কোন উপকার করে না; এবং তাহারা নিশ্চয় জানিয়া লইয়াছে যে, যে কেহ উহা অবলম্বন করিবে তাহার জন্য পরকালে কোন অংশ থাকিবে না; এবং উহা অতি জঘন্য যাহার বিনিময়ে তাহারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছে; হায়! যদি তাহারা জানিত।

১০৪। এবং যদি তাহারা ঈমান আনিত এবং তাকওয়া অবলম্বন করিত, তাহা হইলে আল্লাহর নিকট হইতে নির্ধারিত প্রতিদানই উৎকৃষ্টতর হইত; হায়! তাহারা যদি জানিত।

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٠﴾

أَوْ كَلَّمَا عَهْدًا وَعَهْدًا تَبَدَّلَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ بَدَّلَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَوْا ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَى مُلْكٍ سُلَيْمٍ وَمَا يَكْفُرُ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانِ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسُ الضَّالُّونَ وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بَسَائِلَ هَازُوتَ وَمَا رُوتَ وَمَا يُعَلِّمِينَ مِنْ أَحَدٍ خَلَّ يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَكَأَمْ بَضَائِعٍ لَهُ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ثُمَّ مَأْشَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَنُؤْتِيَهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ غَيْرًا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٤﴾



১০৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াহ্ ! 'তোমরা (নবীকে) 'রায়েনা' বলিও না, বরং 'উনযুরনা' বলিও এবং (তাহার কথা) শুনিও। বস্তুতঃ কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রহিয়াছে।

১০৬। আহলে কিতাবের (কিতাবধারীদের) মধ্য হইতে এবং মুশরেকদের (অংশীবাদীদের) মধ্য হইতে যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা চাহে না যে, তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের উপর কোন কল্যাণ নাযেন করা হউক, অথচ আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন নিজ রহমতের জন্য মনোনীত করেন এবং আল্লাহ্ মহা ফয়লের অধিকারী।

১০৭। আমরা যেকোন আয়াতকে রহিত করি অথবা ভুলাইয়া দিই, আমরা উহা হইতে উৎকৃষ্টতর অথবা উহার সমতুল্য আয়াত আনয়ন করি; তুমি কি অবগত নহ যে, নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান ?

১০৮। তুমি কি অবগত নহ যে, নিশ্চয় আকাশ সমূহর ও পৃথিবীর আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ্‌রই ? এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের জন্য না কোন বন্ধু আছে এবং না কোন সাহায্যকারী আছে।

১০৯। তোমরা কি তোমাদের রসুলকে সেই ভাবে প্রহ্ন করিতে চাহ যেভাবে ইতিপূর্বে মসাকে প্রহ্ন করা হইয়াছিল ? এবং যে কেহ ঈমানকে অস্বীকারের সহিত বদল করিয়া লয়, নিঃসন্দেহে সে সোজা পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।

১১০। আহলে কিতাবের মধ্য হইতে অনেক লোক, যাহাদের উপর সত্য পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর, তাহাদের অন্তর্নিহিত বিদ্বেষের কারণে, এই আকাশা করে যেন তোমাদের ঈমান আনার পর তাহারা তোমাদিগকে পুনরায় কাফের বানাইয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু স্বতন্ত্র পৰ্যন্ত না আল্লাহ্ তাহার আদেশ নাযেন করেন তোমরা তাহাদিগকে মার্জনা কর এবং উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১১১। এবং তোমরা নামায কায়ম কর এবং যাকাত দাও এবং তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য যে কোন উত্তম কাজ অগ্রে প্রেরণ করিবে, উহা তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট পাইবে, তোমরা যাহা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ্ উহার সর্বপ্রদী।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا  
وَاسْمَعُوا وَلِكُلِّفَيْنَا عَذَابَ الْيَمِّ ①

مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الشِّرْكَائِ  
أَنْ يَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ  
بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ②

مَا تَسْخَعُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْشِئُهَا نَأْتِي بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ  
مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ③

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ④

أَمْ تَرْيَدُونَ أَنْ نَشْأَلَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَى مِنْ  
قَبْلُ وَمَنْ يَبْدِلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ  
السَّبِيلِ ⑤

وَذَكِّرْ الَّذِينَ أَهْلَ الْكِتَابِ أَنْ يُؤْذُوا مَنَافِقَ  
إِنَّمَا يُكْرَهُ لَكُمُ الْفِتْنَةُ أَجْزَاءُ حَسَدٍ مِنَ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ  
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْلَوْا وَاصْفَحُوا  
حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑥

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ  
مِنْ خَيْرٍ تَقَرَّبُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ ⑦

১১২। এবং তাহারা বলে, 'যাহারা ইহুদী অথবা খৃষ্টান তাহারা বাড়িরকে অন্য কেহ জাম্মতে আদৌ প্রবেশ করিবে না। ইহা তাহাদের রুখা আকাংখা মাত্র। তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।'

১১৩। না, বরং যে কেহ আল্লাহ্র সমীপে আত্মসমর্পণ করে এবং সংকর্মণীল হয় সেইক্ষেত্রে তাহার জন্য তাহার প্রভুর নিকট প্রতিদান রহিয়াছে এবং না তাহাদের উপর কোন [৯] ভয় আসিবে এবং না তাহারা দুঃখিত হইবে।

১৩  
১৩

১১৪। ইহুদীগণ বলে, 'খৃষ্টানগণ কোন কিছু উপর প্রতিষ্ঠিত নহে' এবং খৃষ্টানগণ বলে, 'ইহুদীগণ কোন কিছু উপর প্রতিষ্ঠিত নহে,' অতচ তাহারা একই কিতাব পাঠ করে। যাহারা কোন জান রাখে না তাহারাও তাহাদের অনুরূপ কথা বলিত। সূতরাং কেরামত দিবসে আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে সেই বিষয়ের মীমাংসা করিবেন যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিয়া আসিতেছে।

১১৫। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর মানেন আর কে যে আল্লাহ্র মসজিদসমূহে তাহার নাম নইতে বাধা দেয়, এবং সেইগুলির ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয়? তাহাদের জন্য আদৌ সংগত ছিল না যে (আল্লাহ্র) ভয়ে ভীত না হইয়া তাহারা ঐগুলির মধ্যে প্রবেশ করে। তাহাদের জন্য পৃথিবীতেও নাস্তানা আছে এবং তাহাদের জন্য পরকালেও মহা আযাব নির্ধারিত আছে।

১১৬। এবং পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্রই জন্য, অতএব তোমরা যেদিকে মুখ ফিরাও সেই দিকেই আল্লাহ্র চেহারা বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজানী।

১১৭। এবং তাহারা বলে, 'আল্লাহ্ পৃষ্ঠ গ্রহণ করিয়াছেন।' তিনি পবিত্র। (গুধু তাহাই) নহে, বরং আকাশ সমূহে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই তাঁহার জন্য। সকলই তাঁহার অন্তর্গত।

১১৮। তিনি আকাশ সমূহের ও পৃথিবীর আদি-স্রষ্টা, এবং যখন তিনি কোন বিষয়ের ফয়সালা করেন তখন তিনি উহাকে গুধু বলেন, 'হও'; অতঃপর উহা হইয়া যায়।

وَقَالُوا لَنْ يَنْزِلَ إِلَيْنَا الْكِتَابُ إِنَّا لَمَعْلَمُونَ أَوْ تَنْصَرِي بِلَيْكَ أَمَّا بَيْنَهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ ۖ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَلْمِزُونَ أَلَيْسَتِ الْيَهُودُ كَذَلِكَ قَالِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ سِوَل قَوْلِهِمْ قَالَهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ صَيْحِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُ لَهْمُ فِي النَّارِ خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

وَالِلَّهِ السُّرُوقُ وَالْغَرْبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عِلْمُهُ ۝

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَمْ يَكُنِ لَهُ التَّوَلَّىٰ وَالْأَرْضُ كُلُّ لَهَا قَيِّمُونَ ۝

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

১১৯। এবং যাহারা কোন জ্ঞান রাখে না, তাহারা বলে, 'কেন আল্লাহ আমাদের সহিত (সরাসরি) কথা বলেন না, অথবা আমাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে না?' এইরূপেই তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারাও তাহাদের অনুরূপ কথা বলিয়াছিল। তাহাদের হৃদয়গুলি পরস্পর একইরূপ হইয়া গিয়াছে, নিশ্চয় আমরা সর্ব প্রকার নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি ঐ জাতির জন্য যাহারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلًا  
آيَةً ۚ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ  
تَنَزَّلَ الْكِتَابُ قُلْ يَوْمَ تَبْيَضُّ الْوُجُوهُ يُؤْتُونَ

১২০। নিশ্চয় আমরা তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এবং তুমি দোষের অধিবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে না।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ  
أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ۝

১২১। এবং ইহদীগণ কখনও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে না এবং খুষ্টানগণও না, যতরূপ পর্যন্ত না তুমি তাহাদের ধর্মের অনুসরণ করিবে। তুমি বন, 'নিশ্চয় আল্লাহর হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত' এবং তোমার নিকটে যে জ্ঞান আসিয়াছে উহার পরও যদি তুমি তাহাদের কুপ্রবৃত্তি সমূহের অনুসরণ কর তাহা হইলে আল্লাহর পক্ষ হইতে তোমার জন্য না কোন বন্ধ হইবে এবং না কোন সাহায্যকারী।

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ  
مِلَّتَهُمْ ۚ قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَكَيِّنَ  
اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ  
مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَصِيٍّ ۝

১২২। যাহাদিগকে আমরা কিতাব (আল্ কুরআন) দান করিয়াছি, তাহারা যথাযথ ভাবে উহা আরত্তি ও অনুসরণ

১৪ করে, তাহারাই ইহার উপর প্রকৃত ঈমান রাখে। এবং যাহারা  
[২] ইহাকে অস্বীকার করে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

১৪

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَتَّى تَلَائِقَ ۚ أُولَٰئِكَ  
يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

১২৩। হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার সেই নেয়ামতকে সম্মরণ কর যে নেয়ামত আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছিলাম, এবং আমি (তৎকালীন) সকল বিশ্ববাসীর উপর তোমাদিগকে প্রেষ্ঠ দান করিয়াছিলাম।

يُنَبِّئُ إِسْرَءِيلَ أَنْذَرُونَا نَتَّقِ الْبَقِيَّةَ عَلَيْكُمْ  
وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝

১২৪। এবং সেই দিনকে ভয় কর যখন কোন আত্মার বিনিময়ে অন্য কোন আত্মা কাজে আসিবে না, এবং তাহার নিকট হইতে কোন মুক্তিপণ কবল করা হইবে না এবং কোন শাক্ষাৎ তাহার কোন উপকার সাধন করিবে না এবং তাহাদের কোন সাহায্যও করা হইবে না।

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ۚ  
لَا يَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ  
يُنصَرُونَ ۝

১২৫। এবং (সম্মরণ কর) যখন ইব্রাহীমকে তাহার প্রভু কতিপয় আদেশবাণী দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং সে প্রভুনি পূর্ণ করিয়াছিল; তিনি বলিলেন, 'আমি নিশ্চয় তোমাকে মানব জাতির জন্য ইমাম নিযুক্ত করিতে চলিয়াছি' সে বলিল, 'আমার বংশধরগণের মধ্য হইতেও ?' তিনি বলিলেন, 'আমার প্রতিশ্রুতি যালেমদের উপর বর্তিবে না।'

১২৬। এবং (সম্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন আমরা এই গৃহকে (কা'বাকে) মানবজাতির জন্য পুনঃপুনঃ মিলন কেন্দ্র এবং নিরাপদ স্থান করিয়াছিলাম এবং (বলিয়াছিলাম) 'তোমরা মুকামে ইব্রাহীমকে (ইব্রাহীমের দাঁড়াইবার স্থানকে) নামাযের স্থান রূপে গ্রহণ কর' এবং আমরা ইব্রাহীম এবং ইসমাঈলকে তাকীদ করিয়াছিলাম, 'তোমরা উভয়েই আমার গৃহকে তাওয়াফকারী (প্রদক্ষিণকারী) এবং এ'তকাফকারী এবং রুকুকারী এবং সিজদাকারীগণের জন্য পবিত্র রাখিও।'

১২৭। এবং (সম্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রভু ! ইহাকে এক নিরাপদ শহর করিও এবং ইহার বাসিন্দাগণের মধ্যে যাহারা আল্লাহর এবং পরকালের উপর ঈমান রাখিবে তাহাদিগকে ফল-ফলাদির রিয়ক দান করিও।' তিনি বলিলেন, 'এবং যে অস্বীকার করিবে তাহাকেও আমি কিছুকাল উপভোগ করিতে দিব, অতঃপর আমি তাহাকে আগুনের আঘাবের দিকে মাইতে বাধ্য করিব এবং ইহা কত মন্দ গন্তব্য-স্থান !'

১২৮। এবং (সম্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল এই গৃহের ভিত্তি উঠাইতেছিল (এবং দোয়া করিতেছিল) 'হে আমাদের প্রভু ! আমাদের নিকট হইতে (এই সেবা) গ্রহণ কর; নিশ্চয় তুমিই সর্বশ্রোতা, সর্বজানী;

১২৯। হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদের উভয়কে তোমার জন্য আত্মসমর্পণকারী কর এবং আমাদের বংশধরগণের মধ্যে হইতেও তোমার এক আত্মসমর্পণকারী উন্মত্ত সৃষ্টি কর, এবং তুমি আমাদেরকে আমাদের ইবাদতের নিয়ম পদ্ধতি প্রদর্শন কর; এবং আমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত কর, কারণ তুমিই পুনঃ পুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।

وَاذْكُرْ بَنِي إِسْرٰهٖمَ رَبُّهُۥٓ بَكُلِّتِۢمۡ كَآتَمَهُنَّۙ قَالَ لِنَّبٖيْ  
بَاۤءِلٰهٖمۡ لِلنَّاسِ صٰمِعًاۙ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيۙ قَالَ  
رَمٰٓنَالَ عَهْدِيۙ الظَّٰلِمِيۢنَ ۝

وَاذْجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمَّا وَانۢزَلۡنَا  
مِنْ مَّقَامِ رَبِّهٖمۡ مُصَلًّٔاۙ وَعَهَدۡنَاۤ اِلَىۤ اِبۡرٰهٖمَ  
وَاِسۡمٰعٖلَ اَنَّ كِلٰهُمَا اٰبِدٰٓيَ لِلظَّٰلِمِيۢنَ وَالنَّوَٰفِلِیۡنَ  
وَالرَّٰزِحِیۡنَ السَّجۡوۡرِ ۝

وَاذْ قَالَ اِبۡرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًاۙ اٰمِنًا وَّاٰزۡوٰجِی  
اَهْلَهٗ مِنَ الشَّرۡبِ مِّنۡ اَمۡنٍ مِّنۡهُمۡ لَّيۡلَوۡا۟ وَالنَّوۡمِ  
الْاٰخِرِۙ قَالَ وَمَنۡ كَفَرۡ فَاَمۡتَعۡهُ وَلَيۡلَاۤ نَمۡۤ اَضۡطَرُّهٗ  
اِلَىۤ عَذَابِ النَّارِ وَاَبۡسَ الصَّیۡرُ ۝

وَاذۡ يَرۡقُمُۥ اِبۡرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَيَسۡمِعُۙ  
رَبُّنَا تَعۡتَلُ مِنۡنَاۙ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیۡعُ الْعَلِیۡمُ ۝

رَبَّنَا وَاَجْعَلۡنَا مُسۡلِمٰتِیۡنَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَاۙ اٰمَةً  
قٰسِمَةً لَّكَۙ وَاَرۡنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبۡ عَلَیۡنَاۙ اِنَّكَ  
اَنْتَ الرَّحۡیۡمُ ۝

১৩০। হে আমাদের প্রভু! তুমি তাহাদের মশা হইতে তাহাদের জন্য এক রসূল আবির্ভূত কর, যে তাহাদের নিকট তোমার আশ্রয়সমূহ আশ্রয় করিবে এবং তাহাদিগকে পূর্ণ কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে এবং তাহাদিগকে পরিত্রা করিবে; নিশ্চয় তুমিই মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রভাসময়।

১৫  
[৮]  
১৫

১৩১। যে নিজেকে নির্বোধ করিয়াছে সে বাতিরেকে আর কে ইব্রাহীমের ধর্ম হইতে বিমুখ হইবে? এবং নিশ্চয় আমরা তাহাকে ইহজগতে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং পরজগতে সে অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১৩২। এবং যখন তাহার প্রভু তাহাকে বলিলেন, 'আত্মসমর্পণ কর,' সে বলিল, 'আমি (পূর্বই) সকল জগতের প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছি।'

১৩৩। এবং এই বিষয়ে ইব্রাহীম নিজ সন্তানদিগকে পূর্ণ তাকীদ করিল এবং ইয়াকুবও, (এই বলিয়া), 'হে আমার সন্তানগণ! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দীনকে মনোনীত করিয়াছেন, সুতরাং পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় থাক। বাতিরেকে আদৌ মৃত্যু বরণ করিবে না।'

১৩৪। তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের উপর মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছিল, যখন সে তাহার সন্তানগণকে বলিয়াছিল, 'আমার পরে তোমরা কাহার উপাসনা করিবে?' তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা উপাসনা করিব তোমার উপাসনার, তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম ও ইসমাসীলের এবং ইসহাকের উপাসনার, এক-অন্বিতীয় উপাসনার, এবং আমরা তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী।'

১৩৫। ইহা সেই উম্মত, যাহারা মৃত্যু বরণ করিয়াছে, তাহাদের জন্য উহা, যাহা তাহারা অর্জন করিয়াছে এবং তোমাদের জন্য উহা, যাহা তোমরা অর্জন করিয়াছ, এবং তোমরা উহার জন্য জিজ্ঞাসিত হইবে না যাহা তাহারা করিত।

১৩৬। এবং তাহারা ইহাও বলে, 'তোমরা ইহদী অথবা খৃষ্টান হও, তাহা হইলে তোমরা হেদয়াত পাইবে।' তুমি বল, 'নাহে, বরং তোমরা ইব্রাহীমের ধর্মের অনুসরণ কর যে সতান্বিত হইয়া আল্লাহর প্রতি ঝুঁকিয়া থাকিত, এবং সে মশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَكَانَ الْقَابِلِينَ

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

وَوَضِيَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَيْنَهُ وَيَعْقُوبُ بَيْنَهُ إِنْ اللَّهُ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الَّذِينَ فَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأنْتُمْ مُسْلِمُونَ

أَمْ لَنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَاكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًُا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَرَكَبَهَا كَسَبَتْمْ وَلَا تَسْأَلُونَ عَنْهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَكَانَ مِنَ الشَّاكِرِينَ

১৩৭। তোমরা বল, 'আমরা ঈমান রাখি আল্লাহর উপর এবং যাহা আমাদের প্রতি নাযেল করা হইয়াছে এবং যাহা ইব্রাহীম এবং ইসমাইল এবং ইসহাক এবং ইয়াকুব এবং (তাহারা) বংশধরগণের উপর নাযেল করা হইয়াছিল এবং যাহা কিছু মুসা এবং ইসাকে দেওয়া হইয়াছিল এবং যাহা কিছু অন্য সকল নবীগণকে তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছিল উহার উপরও (ঈমান রাখি)। আমরা তাহাদের কাহারও মধ্যে প্রভেদ করি না, এবং আমরা তাঁহারই নিকট আশ্বসমর্পণকারী।

বাকার: ১৩৭

১৩৮। অতএব, যদি তাহারা সেইভাবে ঈমান আনে যেভাবে তোমরা ইহার উপর ঈমান আনিয়াছ, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা হেদায়াত পাইয়াছে, কিন্তু যদি তাহারা ফিরিয়া যায় তাহা হইলে তাহারা শুধু বিরুদ্ধাচরণে (বন্ধপরিকর); অতএব, তাহাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তোমার জন্য অবশ্যই যথেষ্ট; এবং তিনি সর্বপ্রোতা, সর্বজানী।

১৩৯। (বল তাহাদিগকে) 'আল্লাহর ধর্মকে আমরা গ্রহণ করিয়াছি এবং ধর্ম (শিক্ষা দেওয়ার) বিষয়ে আল্লাহ হইতে উৎকৃষ্টতর কে হইতে পারে? এবং আমরা তাঁহারই ইবাদতকারী।'।

১৪০। তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ সঙ্কে আমাদের সঙ্গে বিতর্ক করিতেছ, অথচ তিনি আমাদেরও প্রভু তোমাদেরও প্রভু? আমাদের জন্য আমাদের কর্ম, তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম এবং আমরা বিসৃদ্ধচিত্তে তাঁহারই অনুরাগী।'।

১৪১। তোমরা কি বলিতেছ যে, ইব্রাহীম এবং ইসমাইল এবং ইসহাক এবং ইয়াকুব এবং (তাহাদের) বংশধরগণ ইহদী অথবা খৃষ্টান ছিল? তুমি বল, 'তোমরা কি বেশী জান অথবা আল্লাহ? এবং প্রেক্ষিত আপেক্ষা অধিকতর যালেম কে যে প্রেক্ষাককে গোপন করে যাহা আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহার নিকট রহিয়াছে? এবং তোমরা যাহা আমল কর সে সঙ্কে আল্লাহ গাফেল নহেন।'।

১৪২। ইহা সেই জাতি, যাহারা যত্না বরণ করিয়াছে; তাহাদের জন্য উহা, যাহা তাহারা অর্জন করিয়াছে, এবং

১৬ তোমাদের জন্য উহা, যাহা তোমরা অর্জন করিয়াছ, এবং তোমরা [১২] উহার জন্য জিজ্ঞাসিত হইবে না যাহা তাহারা করিত।  
১৬

قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ  
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ  
وَمَا أَوْفَىٰ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أَوْفَىٰ النَّبِيُّونَ مِنْ نَدَائِهِمْ  
لَاقِرْبَتِ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٧﴾

وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ  
كَفَرُوا إِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ  
الْعَاطِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٨﴾

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ  
لَهُ عِبَادُونَ ﴿١٣٩﴾

قُلْ إِنَّمَا جُئْتُمُنِي فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا  
أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٤٠﴾

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَ  
يَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَجَارًا قُلْ  
إِنَّمَا أَتَمُّ أَعْلَمُ أَمْرُ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ  
شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا  
تَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَكَفَرَتْ مَا  
كَسَبَتْ وَلَا تَسْأَلُونَ عَنْهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٢﴾

২য় পাতা

১৪৩। লোকদের মধ্য হইতে নির্বোধেরা অবশ্যই বলিবে, 'তাহাদিগকে তাহাদের কিব্লা হইতে, যাহার উপর তাহারা (ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত) ছিল, কিসে ফিরাইয়া দিল?' তুমি বল, 'পূর্ব এবং পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাহাকে চাহেন সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

১৪৪। এবং এইভাবেই আমরা তোমাদিগকে এক উত্তম জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি যেন তোমরা সমগ্র মানবমণ্ডলীর উপর তত্ত্বাবধায়ক হও এবং এই রসূল তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক হয়। এবং ঐ কিব্লাকে যাহার উপর তুমি (ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত) ছিলে, আমরা শুধু এইজন্য নির্ধারিত করিয়াছিলাম যেন এই রসূলের যে অনুসরণ করে তাহাকে ঐ সকল লোক হইতে (স্বতন্ত্র রূপে) জানিয়া লই যাহারা নিজেদের গোড়ালিতে (উল্টাদিকে) ফিরিয়া যায়। এবং যাহাদিগকে আল্লাহ্ হেদায়াত দিয়াছেন তাহারা বাতিরেকে অন্যদের জন্য ইহা অবশ্যই কঠিন। এবং আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তিনি তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করিয়া দিবেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ মানবমণ্ডলীর প্রতি অতি মমতামূলক, পরম দয়াময়।

১৪৫। অবশ্য আমরা তোমাকে পুনঃ পুনঃ আকাশ পানে মুখ তুলিয়া চাহিতে দেখিতেছি, অতএব আমরা নিশ্চয় তোমাকে সেই কিব্লার দিকে ফিরাইয়া দিব যাহা তুমি পসন্দ কর। সুতরাং (এখন) তুমি মসজিদুল হারামের দিকে তোমার মুখ ফিরাও এবং (হে মুসলমানগণ!) তোমরাও যেখানেই থাক না কেন, উহার দিকে তোমাদের মুখ ফিরাও। এবং নিশ্চয় যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহারা ইহা নিশ্চিত ভাবে জানে যে, ইহা তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে প্রেরিত সত্য; এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ গাফেল নহেন।

১৪৬। এবং যাহাদিগকে (তোমার পূর্বে) কিতাব দেওয়া হইয়াছে, তুমি যদি তাহাদের নিকট সকল নিদর্শন পেশ করিয়া দাও তথাপি তাহারা তোমার কিব্লার অনুসরণ করিবে না, এবং তুমিও তাহাদের কিব্লার অনুসরণ করিতে পার না, এবং তাহাদেরও কেহ অন্যদের কিব্লার অনুসরণ করিবে না। এবং যদি তুমি তোমার নিকট জ্ঞান আসার পরও তাহাদের প্ররক্তির অনুসরণ কর, তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি যালমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن قِبَلِهِمُ الْمَوْتِ كَانُوا عَلَىٰ آلِهَةٍ مَّرْكُومَةٍ ۝

وَلَذَلِكَ جَعَلْنَا مَذَّةَ الْوَسْطَىٰ لِيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عَمَّا كَانُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَءَوَدُوكَ رَحِيمٌ ۝

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝

وَلَيْنَ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِحُجَّتٍ مِّنَ رَبِّكَ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِمُتَّبِعٍ لَهُمْ ۖ فَنَقَلْنَاهُمْ وَمَا بِبَعْضٍ مِّنَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِن آتَيْتَ أَهْلَ الْكِتَابِ مِمَّا بَدَدُوا مَا جَاءَكَ مِنَ الْوَحْيِ ۚ إِنَّكَ إِذَا لَنِ الظَّالِمِينَ ۝

১৪৭। ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে আমরা কিতাব দিয়াছি, ইহাকে সেইভাবেই চিনে যেভাবে তাহারা নিজেদের পুত্রদেরকে চিনিয়া থাকে; এবং তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক নিশ্চয় সত্যকে জানিয়া বুঝিয়া গোপন করিতেছে।

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ  
وَأَن فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٢٤﴾

১৭  
[৬]  
১

১৪৮। এই সত্য তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত; সূতরাং তুমি কিছুতেই সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

إِنَّ الْحَقَّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٢٥﴾

১৪৯। এবং প্রত্যেকের জন্যই কোন না কোন লক্ষ্যস্থল রহিয়াছে যাহার প্রতি সে (সমস্ত) মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে; সূতরাং (তোমাদের লক্ষ্যস্থল এই যে) তোমরা পুণ্য অর্জনে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ্ তোমাদের সকলকে একত্রিত করিয়া আনিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُومُ مَوَاقِفُهَا فَاسْتَغْفِرُوا الْخَيْرَ لِمَا أَرَبْنَا  
مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

১৫০। এবং তুমি যেখান হইতে বাহির হও না কেন তোমার মুখ মসজিদুল হারামের (পবিত্র মসজিদ — কা'বার) দিকে ফিরাও কারণ নিশ্চয় ইহা তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত সত্য। এবং তোমরা যাহা কিছু কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ আদৌ অসতর্ক নহেন।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ  
عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾

১৫১। এবং তুমি যেখান হইতেই বাহির হও না কেন তোমার মুখ মসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও, এবং (হে মুসলমানগণ!) তোমরাও যেখানেই থাক না কেন তোমাদের মুখ উহার দিকে ফিরাও যেন (বিরুদ্ধবাদীদের মধ্য হইতে) ঐ সকল লোক বাতীত যাহারা মূলম করিয়াছে অন্য লোকদের পক্ষ হইতে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি খাড়া না হয়; সূতরাং তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না, শুধু আমাকে ভয় কর, এবং যেন আমি আমার নেয়ামত তোমাদের উপর পূর্ণ করি এবং যেন তোমরা হেদায়াত পাই।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ  
لَعَلَّكُمْ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا  
مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَئِذَا تِمَّ يَصْنَعِي  
عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٢٨﴾

১৫২। যেভাবে আমরা তোমাদের মধ্যে হইতে তোমাদের নিকট এক রসূল পাঠাইয়াছি, যে তোমাদের নিকট আমাদের আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনা এবং তোমাদিগকে পবিত্র করে এবং তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমত, শিক্ষা দেয়, এবং তোমরা পূর্বে যাহা জানিতে না, তাহা তোমাদিগকে শিক্ষা দেয়।

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا  
وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُؤْتِيْكُمْ  
مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾

১৫৩। সূতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব, এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, এবং অকৃতজ্ঞ হইও না আমার প্রতি।

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاسْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿٣٠﴾

১৮  
[৫]  
২



১৫৪। হে যাহারা ইমান আনিয়াহ্ ! তোমরা ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সহিত আছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالْعِلْوَةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

১৫৫। এবং যাহারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় তাহাদের সম্বন্ধে বলিও না যে তাহারা মৃত; বরং তাহারা জীবিত কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না।

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاوْا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

১৫৬। এবং অবশ্যই আমরা তোমাদিগকে উন্নতি ও ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, প্রাপসমূহ এবং ফল-ফলাদির ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করিব; এবং তুমি ধৈর্যশীলগণকে সুসংবাদ দাও

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَفْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّرَابِ وَلَيُّوْا الصَّابِرِينَ ۝

১৫৭। যাহারা, তাহাদের উপর বিপদ আসিলে বনে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্রই, এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদেরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

১৫৮। ইহারা ইঐ সকল লোক যাহাদের প্রতি তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে আশীষ এবং রহমতসমূহ বর্ষিত হয়, এবং ইহারা ইহেদায়াতপ্রাপ্ত।

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝

১৫৯। নিশ্চয় সাফা ও মারওয়াহ্ আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম; সুতরাং যে কেহ এই গৃহের হজ্জ করে অথবা উমরাহ্ করে, অতঃপর সে যদি ঐ দুইটির তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করে তাহা হইলে তাহার উপর কোন পাপ বর্তিবে না, এবং যে কেহ স্বতঃপ্ররুত হইয়া নেক কাজ করে, তাহা হইলে (সে জানিয়া রাখুক) আল্লাহ্ নিশ্চয় গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞানী।

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۝

১৬০। নিশ্চয় সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও হেদায়াত হইতে আমরা যাহা কিছু নাযেল করিয়াছি, উহাকে ঐ কিতাবে মানব জাতির জন্য স্পষ্টভাবে আমাদের বর্ণনা করিয়া দেওয়ার পরও যাহারা উহা গোপন করে, তাহারা ইঐ সকল লোক যাহাদিগকে আল্লাহ্ অভিষাপ দেন এবং অভিষাপকারীগণও তাহাদিগকে অভিষাপ দেয়।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعُونُونَ ۝

১৬১। কিন্তু যাহারা তওবা করে এবং মিছেদের সংশোধন করে এবং (সত্যকে) প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করে — এই সকল লোকের প্রতিই আমি সদয় দৃষ্টিপাত করিব, এবং আমি পুনঃপুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ لَكَ أَنْتُمْ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

১৬২। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং অস্বীকারকারী অবস্থায় মারা গিয়াছে, তাহারা ই এমন লোক যাহাদের উপর নিশ্চয় আল্লাহর এবং ফিরিশ্তাগণের এবং সমগ্র মানবজাতির অভিযোগ;

১৬৩। তাহারা উহার মধ্যে অবস্থান করিবে, তাহাদের উপর হইতে আযাব লাঘব করা হইবে না এবং তাহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হইবে না।

১৬৪। বস্তুতঃ তোমাদের মা'বুদ একমাত্র মা'বুদ, তিনি বাতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই, যিনি অযাচিত অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

১৬৫। নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজন, রাত্রি ও দিবাসের পরিবর্তন এবং নৌযানসমূহ, যাহা সমুদ্রে এমন দ্রব্যাদি নইয়া বিচরণ করে যাহা মানবমণ্ডলীর উপকার সাধন করে, সেই বারিধারা, যাহা আল্লাহ আকাশ হইতে বর্ষণ করেন, যদ্বারা তিনি পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পর সজীবিত করেন, ও উহাতে যাবতীয় জীব-জন্তুর বিস্তার ঘটান, বায়ু প্রবাহের পরিবর্তন এবং আকাশ ও পৃথিবীর সেবায় নিয়োজিত মেঘমালায় — অবশ্যই সেই জাতির জন্য নিদর্শনাবলী আছে যাহারা বিচার-বুদ্ধি ষাটায়।

১৬৬। এবং মানুষের মধ্যে এমন কতক আছে যাহারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে তাহার সমকক্ষ রূপে গ্রহণ করে, তাহারা তাহাদিগকে আল্লাহকে ভালবাসার নামে ভালবাসে, কিন্তু যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা আল্লাহর প্রতি ভালবাসায় দৃঢ়তম; এবং যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহারা যদি। আযাব এখনই প্রত্যক্ষ করিত যেমন তাহারা আযাব (পরে) প্রত্যক্ষ করিবে, (তাহা হইলে তাহারা বৃথিত) যে সমস্ত শক্তি আল্লাহরই এবং আল্লাহ শাস্তি প্রদানে অতি কঠোর।

১৬৭। (হায় ! তাহারা যদি সেই সময়কে দেখিতে পাইত) যখন অনুসৃতগণ অনুসারীগণের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্ত হইয়া যাইবে এবং তাহারা আযাবকে প্রত্যক্ষ করিবে এবং তাহাদের মধ্যকার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝

خُلِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاحِدًا ۖ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْرَجَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ تَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۖ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ۝

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۝

১৬৮। এবং যাহারা অনুসরণ করিয়াছিল, তাহারা বলিবে, 'যদি আমরা একবার ফিরিয়া যাইতে পারিতাম তাহা হইলে আমরাও তাহাদের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্ত হইয়া পড়িতাম; যেভাবে তাহারা (আজ) আমাদের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।' এইভাবে আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের কর্মসমূহ তাহাদের সমক্ষে মনস্তাপ রূপে দেখাইবেন, এবং তাহারা আগুন হইতে বাহির হইতে পারিবে না।

২০  
[৪]  
৪

১৬৯। হে মানব মণ্ডলী! পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে উহা হইতে হালান এবং পবিত্র বস্তু খাও, এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১৭০। সে তোমাদিগকে কেবল মন্দ ও অশ্লীল কার্যের আদেশ দেয়, আরও যে তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা রচনা করিয়া বল, যাহা তোমরা জান না।

১৭১। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন, তোমরা উহার অনুসরণ কর,' তখন তাহারা বলে, 'না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে যাহার উপর পাইয়াছি, উহারই অনুসরণ করিব। কী! যদিও তাহাদের পিতৃপুরুষগণ বুদ্ধিহীন ছিল এবং সঠিকপথে চলিত না, তথাপিও ?

১৭২। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের অবস্থা সেই ব্যক্তির অবস্থার অনুরূপ যে এমন কিছুকে ডাক যাহা কেবল ধ্বনি এবং চীৎকার বাতীত আর কিছুই শুনে না। তাহারা বখির, মুক, অন্ধ; সূতরাং তাহারা বিবেক-বুদ্ধি খাটায় না।

১৭৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছে! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ হইতে আহার কর, যাহা আমরা তোমাদিগকে দিয়াছি; এবং আল্লাহর শোকরগুহারী কর, যদি তোমরা কেবল তাহারই ইবাদত করিয়া থাক।

১৭৪। তিনি তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন (স্বাভাবিক) মৃত জীব-জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যাহার উপর আল্লাহ বাতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি (প্রয়োজনে) বাধা হইয়াছে অথচ সে অবাধা ও সীমালঙ্ঘনকারী নহে, তাহা হইলে তাহার উপর কোন পাপ বর্তিবে না নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا لَكُنَّا كَوْنًا فَتَنَّبَرَّزْنَا مِنْهُم  
كَمَا تَبَرَّزُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَنَاتٍ  
عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ۝

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِن مَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا  
تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَإِنْ تَقُولُوا عَلَى  
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ  
نُتَّبِعُ مَا أَفْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَائِنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ  
لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْقُبُ بِمَا لَا يَمِيعُ  
إِلَّا دُعَاءٌ وَنِدَاءٌ صُغُرَ بِكُمْ عَنِّي فَهُمْ لَا  
يَعْقِلُونَ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ  
وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَوَّ وَالْخَمَّ الْغَيْرُورَ  
وَمَا أُهْلَ بِهِ يَغْيَرُ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاطِلٍ وَ  
لَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

১৭৫ । নিশ্চয় আল্লাহ্ কিভাবে হইতে যাহা নাযেল করিয়াছেন, উহাকে যাহারা গোপন করে, এবং ইহার বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, ইহারা ই নিজেদের উদরে গুধু অগ্নিই ভক্ষণ করে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না এবং তাহাদিগকে পবিত্রও করিবেন না। বস্তুতঃ তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রহিয়াছে ।

১৭৬ । ইহারা ই সকল লোক যাহারা হেদয়াতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতাকে এবং ক্রমার বিনিময়ে আযাবকে ক্রয় করিয়াছে, দেখ ! অগ্নির উপর তাহারা কতই না ধৈর্যশীল ।

১৭৭ । ইহা এই জন্য হইবে যে, আল্লাহ্ সত্যসহ এই কিতাব নাযেল করিয়াছেন, এবং যাহারা এই কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছে নিশ্চয় তাহারা ঘোর শত্রুতায় (লি গু) আছে ।

১৭৮ । ইহা পূণ্যকর্ম নাহে যে, তোমরা পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে নিজেদের মুখ ফিরাও, বরং প্রকৃত পূণ্যবান ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্ এবং পরকাল এবং ফিরিশ্তাগণ এবং কিতাব সমূহ এবং নবীগণের উপর ঈমান আনে, এবং সে তাহারই প্রেমে আত্মীয়স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থীগণের এবং বন্দী মুক্তির জন্য ধন-সম্পদ খরচ করে, এবং তাহারা নামায কায়ম করে এবং যাকাত দেয় এবং নিজেদের অঙ্গীকারকে পূর্ণ করে যখন তাহারা কোন অঙ্গীকার করেন, এবং দারিদ্রে এবং কষ্টে এবং যুদ্ধকালে ধৈর্যশীল থাকে, ইহারা ই সকল লোক যাহারা নিজদিগকে সত্যবাদী প্রতিপন্ন করিয়াছে এবং ইহারা ই প্রকৃত মৃত্যুকী ।

১৭৯ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! নিহত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে তোমাদের উপর 'কিসাস' (সমান সমান প্রতিশোধ) গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ হইল; স্বাধীন পুরুষদের পরিবর্তে স্বাধীন পুরুষ, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী, কিন্তু যাহার জন্য তাহার (নিহত) ভ্রাতার পক্ষ হইতে (রক্ত-পণের) কিয়দংশ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে (রক্ত-পণের বাকী অংশ উসূল করিবার জন্য) ন্যায়-সংগত নিয়মের অনুসরণ করিতে হইবে, এবং (হত্যাকারীর পক্ষ হইতে) তাহাকে (নিহত ব্যক্তির পক্ষকে) ন্যায্যভাবে (রক্ত-পণের বাকী অংশ) আদায় করিতে হইবে; ইহা হইতেছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে (দণ্ডভার) লাঘব-বাবস্থা এবং রহমত, কিন্তু ইহার পর যে ব্যক্তি সীমানাঘন করিবে তাহার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে ।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيُسْتَرُونَ بِهِ نَسًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑤

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَلَةَ بِالْهَدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْغَفْوَةِ ۖ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ⑥

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ⑦

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالسَّلَاطَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَجَيْنَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ⑧

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَأَنْتُمْ بِالْأَنْفُسِ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَبْتَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاؤُهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑨

১৮০। হে বিচার বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমাদের জন্য 'কিসাস' গ্রহণের বিধানের মধ্যে জীবন-বাবস্থা রহিয়াছে যেন তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিতে পার।

১৮১। তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হইল যে, যখন তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় এবং সে যদি প্রচুর ধন-সম্পত্তি ছাড়িয়া যায় তাহা হইলে সে পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে কান্ড করিবার ওসীয়াত করিয়া যাইবে, যাহা মৃত্যুকালগণের উপর অবশ্য কর্তব্য।

১৮২। কিন্তু যে ব্যক্তি উহা (ওসীয়াত) শ্রবণ করিবার পর উহাকে পরিবর্তন করিবে, তাহা হইলে উহার অপরাধ তাহাদের উপরই বর্তিবে, যাহারা উহা পরিবর্তন করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বপ্রোতা, সর্বজানী।

১৮৩। কিন্তু যে ব্যক্তি মূসীর (ওসীয়াতকারীর) পক্ষ হইতে পক্ষপাতিত্ব অথবা অন্যায়ের আশংকা করে এবং সে যদি তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেয় তাহা হইলে তাহার উপর কোন পাপ বর্তিবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

১৮৪। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের উপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হইল, যেরূপে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর ইহা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল যেন তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিতে পার।

১৮৫। (ফরম রোযা) নির্দিষ্ট দিনগুলোতে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয় অথবা সফরে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইবে; এবং যাহাদের পক্ষে ইহা (রোযা রাখা) ক্ষমতাশীল, তাহাদের উপর ফিদিয়া — এক মিসকীনকে আহ্বার্য দান করা। অতএব, যে কেহ স্বৈচ্ছায় পণাকর্ম করিবে, উহা অবশ্য তাহার জন্য উত্তম হইবে। বস্তুতঃ তোমরা যদি জান রাখ তাহা হইলে জানিও যে, তোমাদের জন্য রোযা রাখাই কল্যাণকর।

১৮৬। রুমযান সেই মাস যাহাতে নাযেল করা হইয়াছে কুরআন যাহা মানবজাতির জন্য হেদায়াত স্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকান (হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী) বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণাদি স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٥٨﴾

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا ضَعَأَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ أَنْ تَرَكَ عَیْرَ الْوَحِیةِ لِلْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبَیْنِ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِیْنَ ﴿٥٩﴾

مَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَأَنَّمَا أَنَّهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیْمٌ ﴿٦٠﴾

مَنْ خَافَ مِنْ مُؤْسٍ جَنَفًا أَوْ أَثَمًا فَاصْحَ بِهِمْ ﴿٦١﴾ فَلَا أِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیْمٌ ﴿٦٢﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيعُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ مَن شَهِدَ

মধ্যে যে কেহ এই মাসকে পায়, সে যেন ইহাতে রোযা রাখে; কিন্তু যে কেহ রুগ্ন অথবা সফরে থাকে তাহা হইলে অন্য দিনে গণনা পূর্ণ করিতে হইবে; আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চাহেন এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চাহেন না, এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহর মহিমা কীর্তন কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দিয়াছেন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

১৮৭। এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বল), ‘আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দিই যখন সে আমার নিকটে প্রার্থনা করে। সুতরাং তাহারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে যাহাতে তাহারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।’

১৮৮। রোযার রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রী-গমন বৈধ করা হইয়াছে। তাহারা তোমাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক, এবং তোমরা তাহাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক। আল্লাহ অবগত আছেন যে, তোমরা তোমাদের নিজদের অধিকার খর্ব করিতেছিলে, অতএব আল্লাহ তোমাদের প্রতি সদয়দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তোমাদের এই অবস্থার সংশোধন করিলেন। অতএব, এখন তোমরা তাহাদের নিকটে গমন কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যাহা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন উহা অনুসন্ধান কর; এবং তোমরা আহার কর এবং পান কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের নিকটে উমার ওড়রেক্ষা কৃষ্ণরেক্ষা হইতে পৃথক দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর, রাত্রি (আগমন) পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর; এবং তোমরা মসজিদ সমূহে যখন ঐতকাফে থাক তখন তোমরা স্ত্রী-গমন করিও না। এইওলি হইতেছে আল্লাহর সীমাসমূহ, অতএব তোমরা ইহাদের নিকটে যাইও না; এইভাবে আল্লাহ তাহার নিদর্শনাবলী মানবজাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যেন তাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

১৮৯। এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অনায়্য ভাবে গ্রাস করিও না, এবং উহাকে কর্তৃপক্ষের নিকটে পেশ করিও না যাহাতে লোকের ধন-সম্পদের কোন অংশ তোমরা জানিয়া গুনিয়া অনায়্যভাবে আত্মসাৎ করিতে পার।

وَمِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ⑤

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ⑥

أَجَلْ لَكُمْ تِلْكَ الْغَنَائِمُ الَّتِي أَتَى عَلَيْكُمْ هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَلُونَهُمْ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُمْ وَأَنْبَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَسْبِقَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ

وَمِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تَبَاشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ذَلِكُمْ يَكْبِتُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْإِنْسَانُ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ⑦

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑧

১৯০। তাহারা তোমাকে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল, 'ইহা লোকদের (সাধারণ কাজের) জন্য এবং হজ্জের জন্য সময় নির্ণয়ের উপকরণ স্বরূপ।' এবং ইহা উত্তম নেকী নহে যে তোমরা গৃহে উহার পশ্চাৎ দিক দিয়া প্রবেশ কর, বরং পূর্ণ পূজাবান সেই ব্যক্তি যে তাকওয়া অবলম্বন করে। এবং তোমরা গৃহে উহার দ্বার দিয়া প্রবেশ কর এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

১৯১। এবং আল্লাহর পথে তোমরা ঐ সকল লোকের সহিত যুদ্ধ কর যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু তোমরা সীমানাঘন করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমানাঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।

১৯২। এবং যেখানেই তোমরা তাহাদিগকে (অন্যায়ভাবে যুদ্ধকারীদিগকে) পাইবে হত্যা করিবে এবং তোমরাও তাহাদিগকে সেই স্থান হইতে বাহির করিয়া দিবে যেখানে হইতে তাহারা তোমাদিগকে বাহির করিয়াছে, কেননা ফিৎনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর। এবং তোমরা মসজিদদ্বল হারামের (মধ্যে এবং উহার) নিকটে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না-যে পর্যন্ত না তাহারা উহাতে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে। যদি তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে তাহা হইলে তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে। ইহাই কাফেরদের সমুচিত প্রতিফল।

১৯৩। অতঃপর, তাহারা যদি বিরত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

১৯৪। এবং তোমরা তাহাদের সহিত ততরূপ পর্যন্ত যুদ্ধ কর যতরূপ পর্যন্ত না ফিৎনা দূরীভূত হয় এবং দীন আল্লাহরই জন্য (কাজেম) হয়। অতঃপর, যদি তাহারা নিরস্ত হয় তাহা হইলে (জানিও যে) কাহারও বিরুদ্ধে কোন শত্রুতা নাই, কেবল যালেমদের ব্যতিরেকে।

১৯৫। পবিত্র মাস (এর অবমাননার প্রতিশোধ) পবিত্র মাসেই, এবং সমস্ত পবিত্র বস্তুর (অবমাননার) জন্য প্রতিশোধ লওয়ার বিধান রহিয়াছে, অতঃপর কেহ যদি তোমাদের প্রতি অন্যায় করে তাহা হইলে সে তোমাদের প্রতি যে পরিমাণ অন্যায় করিবে তোমরাও তাহাকে সেই পরিমাণেই অন্যায়ের শাস্তি দিবে, এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ মৃত্যুকীণের সঙ্গে আছেন।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِدُكَ لِلنَّاسِ  
وَالْحَقُّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُوبِهَا  
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنَ الْإِثْقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٩٠﴾

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا  
تَمْتَدُّوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَعَدِّينَ ﴿١٩١﴾

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ  
حَيْثُ أَخْرِجُوهُمْ وَالْوُفْقَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ  
وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُفْتَلُوهُمْ  
فِيهِ فَإِنْ فَتَلُوهُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَاذِبِينَ ﴿١٩٢﴾

وَإِنْ أَنْتَهُوا فَبِئْسَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٣﴾

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ

وَإِنْ أَنْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَالْعَظِيمِينَ ﴿١٩٤﴾

أَلْشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ  
مَنْ أَعْدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بِسَبِيلٍ مَا عَدَدَ  
عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١٩٥﴾

১১৬। এবং তোমরা আল্লাহর পথে (জীবন ও ধন) খরচ কর, এবং তোমরা সহজে নিজদিগকে ধ্বংসের মধ্যে নিষ্ক্রেপ করিও না, এবং তোমরা সংকল্প কর, নিশ্চয় আল্লাহ সংকল্প পরায়ণসগকে ভালবাসেন।

১১৭। এবং তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ এবং উমরাহ সূস্পন্ন কর, অতঃপর যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহা হইলে যে কোন কুরবানীর পণ্ড, যাহা সহজে পাওয়া যায় (যবহ করিও), এবং যতদূর পর্যন্ত কুরবানী স্বস্থানে না পৌছে তোমরা নিজেদের মাথা মুড়াইও না। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ যদি পীড়িত হয় অথবা তাহার মাথায় কোন কষ্ট থাকে (এবং এই কারণে সে পূর্বেই মাথা মুড়ায়) তাহা হইলে রোযা অথবা সাদকাহ অথবা কুরবানীর দ্বারা উহার ফিদিয়া বিধেয় হইবে। কিন্তু যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন যে ব্যক্তি হজ্জের সহিত উমরাহকে মিলাইয়া উপকার লাভ করিতে চাহে তাহার জন্য সহজলভ্য কুরবানী বিধেয় হইবে। কিন্তু কেহ যদি (কুরবানীর তৌফিক) না পায় তাহা হইলে (তাহার উপর) রোযা বিধেয় হইবে, হজ্জের সময় তিন দিন এবং যখন তোমরা (নিজ গৃহে) ফিরিয়া আসিবে তখন সাতদিন, এই পূর্ণ দশ (দিন রোযা রাখিতে) হইবে, এই আদেশ তাহার জন্য, যাহার পরিবারবর্ষ মসজিদুল হারামের নিকট বসবাসকারী নহে, এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ শাস্তি দান কর্তার।

১১৮। হজ্জের মাস সমূহ সুবিদিত; অতএব, যে কেহ ইহার মধ্যে হজ্জের সংকল্প করে, তাহা হইলে হজ্জের মধ্যে না স্ত্রী-গমন, না অপকর্ম এবং না কলহ-বিবাদ করা যাইবে। এবং তোমরা যে কোন পূণ্যকর্ম কর আল্লাহ উহা জানেন। এবং তোমরা পাপের লইও, সমরপ রাখিও, আল্লাহর তাকওয়া হইতেছে সর্বোত্তম পাপের। অতএব, হে বন্ধুমান লোকসকল! তোমরা একমাত্র আমার তাকওয়া অবলম্বন কর।

১১৯। তোমাদের জন্য কোন পাপ নহে যে, (হজ্জের দিনগুলিতে) তোমরা নিজেদের প্রভুর অনুগ্রহের অনুসন্ধান কর; কিন্তু যখন তোমরা আরাকাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে তখন মাশআরুল হারামের নিকট আল্লাহকে সমরপ করিবে এবং যেভাবে তিনি তোমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন সেইভাবে তোমরা তাহাকে সমরপ করিবে, যদিও ইতিপূর্বে তোমরা নিশ্চয় পথপ্রদর্শকের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

وَأَقِمُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَقْلُوا بَآيَاتِكُمْ إِلَى الْكِبَالَةِ  
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٩﴾

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْزِنُمْ فَاسْتَبْرِهْ  
مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ  
مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ  
فَعِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ صَدَقَةٌ فَإِذَا أَوَّسْتُمْ  
مِنَ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ  
الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ  
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ  
لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَافِرِي السَّجْدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٢٠﴾

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ  
فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ وَمَا  
تَعْمَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۚ وَزُودُوا ۚ فَإِنْ خَضِرَ  
الرَّأْيُ الثَّقَوِيُّ وَاتَّقَوْنِ ۖ يَأْتُوا الْآبَاءَ ﴿١٢١﴾

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ  
فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّن عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ  
الْحَرَامِ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَّكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن  
قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٢٢﴾



২০০। অতঃপর, যেখন হইতে অন্যান্য লোক প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

২০১। অতঃপর, যখন তোমরা ইবাদতের যাবতীয় অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন কর তখন তোমরা আল্লাহকে সম্রণ কর তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে সম্রণ করার নাম, অথবা তদপেক্ষা অধিকতর সম্রণ কর। এবং লোকদের মধ্যে এমন কতক আছে যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে এই পৃথিবীতে (সুখ) দাও, বস্তুতঃ তাহাদের জন্য পরকালে কোন অংশ হইবে না।'

২০২। এবং তাহাদের মধ্যে কতক এমন আছে, যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে ইহকালেও কল্যাণ এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর, এবং আমাদিগকে আগুনের আযাব হইতে রক্ষা কর।'

২০৩। ইহারা এমন লোক, তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে, উহার দরুন তাহাদের জন্য এক বড় অংশ আছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

২০৪। এবং তোমরা নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহকে সম্রণ কর, কিন্তু যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে দুই দিনের মধ্যেই (ফিরিয়া যাইতে), তাহা হইলে তাহার উপর কোন পাপ বর্তিবে না, এবং যদি কেহ বিলম্ব করে, তাহা হইলে তাহার উপরও কোন পাপ বর্তিবে না। ইহা ঐ ব্যক্তির জন্য যে তাকওয়া অবলম্বন করে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় তোমাদের সকলকে তাহার সমীপে একত্রিত করা হইবে।

২০৫। এবং লোকদের মধ্য হইতে কেহ এমনও আছে, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যাহার কথাবার্তা তোমাকে মুগ্ধ করে এবং তাহার হৃদয়ে যাহা আছে সেই সম্বন্ধে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে, অথচ সে কলহপরায়ণ লোকের মধ্যে সর্বাধিক কলহ পরায়ণ।

২০৬। এবং যখন সে শাসন ক্ষমতায় আসে তখন সে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করিবার এবং ক্ষেত-খামার ও সৃষ্টিকে বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে ছুটিয়া বেড়ায়, অথচ আল্লাহ্ অশান্তিকে ভালবাসেন না।

ثُمَّ ارْجِعُوا مِنْ حَيْثُ أَفْكَسَ النَّاسُ وَاسْتَعُورُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

وَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ وَكُزَامَةً النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ عَاقِلٍ ۝

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقَدْ عَدَّ ابَ النَّارِ ۝

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا أَفْرَاقَ عَلَيْهِمْ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا أَمْرَ عَلَيْهِ ۝ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ عُمَّرُونَ ۝

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجْعِلُ قَوْلَهُ فِي الْخَيْرِ الَّذِي يَشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الَّذِي الْخَصَّو ۝

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَفَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسَادَ ۝

সায়ী কুলু-২

২০৭। এবং যখন তাকে বলা হয়, 'আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর,' তখন আত্মগরিমা তাকে পাগে লিপ্ত করে। সূতরাং তাহার জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত স্থান, এবং নিশ্চয় উহা অতি মন্দ, আবাসস্থল।

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِفْرَاقِ ۖ  
يَهُتَّمُّ وَيَنْتَنُ عَلَيْهِ ۖ

২০৮। এবং নোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়া দেয়, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ এইরূপ বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত মমতাসীল।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ  
وَاللَّهُ ذَوُو الْإِبْرَارِ ۖ

২০৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সকলেই পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের আওতায় প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না, সে নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ۖ وَلَا  
تَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُرْهُدٌ وَفُيُّنٌ ۖ

২১০। অতঃপর, তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসিবার পরও যদি তোমাদের পদস্থলন ঘটে, তাহা হইলে জানিও যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَإِن زُلْظِمُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۖ

২১১। তাহারা কি কেবল ইহারই প্রতীক্ষায় আছে যে, আল্লাহ্ মেঘের আবরণে তাহাদের নিকট আগমন করুন এবং ফিরিশ্তাগণও, এবং সকল বিষয়ের ফয়সালা করিয়া দেওয়া হউক? এবং নিশ্চয় সকল বিষয়ই আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُمٍ لَّيْلِ  
الْغَمَامِ وَالسَّيْلَةِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ  
الْأُمُورُ ۖ

২১২। তুমি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা কর, আমরা তাহাদিগকে কত সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু যে বাজি আল্লাহর নেয়ামতকে, তাহার নিকট উহা আসিবার পর, পরিবর্তন করে, তাহা হইলে (সে যেন জানিয়া রাখে যে) নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর।

سَلِّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ آيَاتِنَا  
وَمَنْ يَبْذُلْ نَفْسَهُ لِلَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَلَا  
اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

২১৩। যাহারা অস্বীকার করে তাহাদিগকে পার্থিব জীবন সুন্দর করিয়া দেখানো হয়, এবং তাহারা তাহাদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে যাহারা ঈমান আনে। বস্তুতঃ যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করিয়া চলে তাহারা কেয়ামতের দিন তাহাদের উদ্ধার থাকিবে; এবং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন অগণিত রিয়ক প্রদান করেন।

رَبِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ  
الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ  
وَاللَّهُ يَزِدُّ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۖ

২১৪। মানবজাতি একই উম্মতভুক্ত ছিল; অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিলেন, এবং তাহাদের সহিত সত্য সম্বলিত কিতাব নাযেল করিলেন যেন তিনি মানবজাতির মধ্যে সেই বিষয় মীমাংসা করেন যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিয়াছে। বস্তুতঃ কেবল তাহারা ই, যাহাদিগকে ইহা (কিতাব) দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ নিদর্শনসমূহ আসিবার পর পরস্পর বিদ্রোহ করিয়া ইহার সম্বন্ধে মতভেদ করিল। কিন্তু যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, আল্লাহ্ নিজ আদেশে তাহাদিগকে ঐ সত্যের পথে পরিচালিত করিলেন যাহার সম্বন্ধে তাহারা (অস্বীকারকারীরা) মতভেদ করিয়াছিল; এবং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

২১৫। তোমরা কি ধারণা করিয়াছ যে, তোমরা জামাতে প্রবেশ করিবে অথচ তোমাদের উপর এমনও তাহাদের অবস্থা আসে নাই যাহারা তোমাদের পর্বে অতীত হইয়াছে? অভাব-অনটন এবং দুঃখ-কষ্ট তাহাদিগকে নিপীড়িত করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে ভীত-কম্পিত করা হইয়াছিল, এমনকি রসূল ও তাহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, তাহারা বলিয়া উঠিল, ‘কখন আল্লাহ্‌র সাহায্য আসিবে?’ স্মরণ রাখিও, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সাহায্য সন্নিকট।

২১৬। তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তাহারা কি খরচ করিবে? তুমি বল, উত্তম ধন-সম্পদ হইতে তোমরা যাহা কিছু খরচ কর উহা পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, এতীম এবং মিসকীন এবং মুসাফিরগণের জন্য হইবে। এবং তোমরা যে কোন নেক কাজ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা উত্তম জানেন।

২১৭। তোমাদের জন্য যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হইল এমতাবস্থায় যে, উহা তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর, কিন্তু ইহা খুব সম্ভব যে, তোমরা কোন বস্তুকে ঘৃণা কর, অথচ উহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; এবং ইহাও সম্ভব যে, তোমরা কোন জিনিসকে ভালবাস, অথচ উহা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

২১৮। তাহারা তোমাকে পবিত্রমাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, ‘উহাতে যুদ্ধ করা গুরুতর অন্যায় এবং আল্লাহ্‌র পথ হইতে (লোকদিগকে) বিরত রাখা এবং তাঁহাকে অস্বীকার করা এবং মসজিদুল হারাম হইতে (লোকদিগকে) বিরত রাখা এবং উহার অধিবাসীকে উহা হইতে বহিস্কার করা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সর্বাধিক অন্যায়; এবং ফিৎনা

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ نَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢١٨

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَنْ يَأْخُذَكُمْ قِتْلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَكْبِرِينَ ۚ وَالشُّرَكَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ٢١٩

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَالْيَوْمِئَاتِ وَالأَقْرَبِينَ وَالأَيْتَامِ وَالسَّكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢٢٠

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ ۚ وَعَلَى أَنْ تُكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَلَى أَنْ تُجَنَّبُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٢١

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۚ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ

হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়। যদি তাহাদের ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে তাহারা তোমাদিগকে তোমাদের দীন হইতে বিচ্যুত না করা পর্যন্ত তোমাদের সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যাইত। এবং তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ নিজ দীন হইতে ফিরিয়া যাইবে এবং কাফের অবস্থায়ই মারা যাইবে সে যেন সন্নয়ন রাখে যে, ইহারাই এমন লোক যাহাদের আমলসমূহ ইহকাল ও পরকালে বার্থ হইবে। এবং ইহারা আগুনের অধিবাসী, তাহারা উহাতে দীর্ঘকাল থাকিবে।

২১৯। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে এবং যাহারা আল্লাহর পথে হিজরত করে এবং জেহাদ করে, ইহারাই আল্লাহর রহমতের আশা রাখে; বস্তুতঃ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

২২০। তাহারা তোমাকে মদ ও ভ্রুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'এতদুভয়ের মধ্যে মহাপাপ (এবং ক্ষতি) আছে, এবং মানুষের জন্য উহাদের মধ্যে অল্প কিছু উপকারও আছে; কিন্তু উহাদের পাপ (ও ক্ষতি) উহাদের উপকার অপেক্ষা গুরুতর। এবং তাহারা তোমাকে ইহাও জিজ্ঞাসা করে যে, তাহারা কি স্বরচ করিবে, তুমি বল, 'যাহা উদ্ভূত; এইভাবে আল্লাহ তাহার আদেশাবলী তোমাদের জন্য বর্ণনা করেন যেন তোমরা চিন্তা কর —

২২১। ইহকাল সম্পর্কে এবং পরকাল সম্পর্কে। এবং তাহারা তোমাকে এতীমদের সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'তাহাদের কল্যাণার্থে সংশোধন ও উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা করা উত্তম কাজ। এবং তোমরা যদি তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাক, তাহা হইলে তাহারা তোমাদেরই ভাই। এবং আল্লাহ ফাসাদকারীকে সংশোধনকারীর মোকাবেলায় ভাল জানেন। এবং যদি আল্লাহ চাহিতেন তাহা হইলে তোমাদিগকেও কষ্টে ফেলিতে পারিতেন। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজাময়।'

২২২। এবং তোমরা মোশরেক নারীগণকে ঈমান না আনা পর্যন্ত বিবাহ করিও না, বস্তুতঃ একজন মো'মেন দাসী একজন মোশরেক মহিলা অপেক্ষা অবশ্যই উত্তম। যদিও সে (তাহার সৌন্দর্য দ্বারা) তোমাদিগকে মুগ্ধ করুক না কেন। এবং মোশরেক পুরুষগণ যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈমান আনে, তাহাদের সহিত (মো'মেন নারীগণের) বিবাহ দিও না; বস্তুতঃ একজন মো'মেন দাস একজন মোশরেক পুরুষ অপেক্ষা অবশ্যই উত্তম, যদিও সে

اللَّهُ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَزَالُ تَوْفَّاءُ لِقَائِكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَسْتَوْفِرْ فَأُولَئِكَ جَبَلَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٩﴾

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجْهَهُمْ وَإِى سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالنَّبِيرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَاللَّهُ يَسْأَلُكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ إِنِّي أَخَذْتُ الذِّكْرَ مِنِّي وَاللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٢١﴾

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَانُواكُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٢﴾

وَلَا تَنْكِحُوا الشُّرَكَاءَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَئِمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الشُّرَكَاءَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَيْسَ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ

তোমাদিগকে মুফ্ফ কৰুক না কেন। ইহারা তোমাদিগকে আগুনের দিকে আহ্বান করে, এবং আল্লাহ্ নিজ আদেশ দ্বারা (তোমাদিগকে) জাহান্নাত ও কুমার দিকে আহ্বান করেন। এবং তিনি মানবমণ্ডলীর জন্য নিজ নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

২৭

[৫]

১১

২২৩। এবং তাহারা তোমাকে ঋতুস্রাব সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'ইহা এক অনিষ্টকর বিষয়, সুতরাং তোমরা ঋতুকালে স্ত্রীদের নিকট হইতে পৃথক থাক, এবং যতদূর পর্যন্ত না তাহারা পবিত্র হয় তোমরা তাহাদের নিকট গমন করিও না। সুতরাং যখন তাহারা পবিত্র হয় তখন তোমরা তাহাদের নিকট সেইভাবে গমন কর যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ দিয়াছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবাকারীগণকে ভালবাসেন এবং পবিত্রতা রক্ষাকারীগণকেও ভালবাসেন।'

২২৪। তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত্রস্বরূপ, সুতরাং তোমরা যখন যেভাবে চাহ তোমাদের ক্ষেত্রে গমন কর, এবং তোমরা নিজেদের জন্য (উত্তম কিছু) অগ্নে প্রেরণ কর, এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় তোমরা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, এবং তুমি মো'মিনগণকে সুসংবাদ দাও।

২২৫। এবং তোমরা তোমাদের শপথের জন্য আল্লাহ্‌কে (প্রতিবন্ধকরূপে) লক্ষ্যস্থল করিও না—তোমাদের পূণ্যকর্ম করার এবং তাকওয়া অবলম্বন করার এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বপ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

২২৬। আল্লাহ্ তোমাদের রুখা শপথগুলির জন্য তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন উহার জন্য যাহা তোমাদের অন্তর সংকল্পপূর্বক অর্জন করিয়াছে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্রমাশীল, পরম সচিব।

২২৭। যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণ সম্বন্ধে (তাহাদের নিকট হইতে পৃথক হওয়ার) শপথ করে, তাহাদের জন্য অপেক্ষার সময় চার মাস (বিধেয়) হইবে; অতঃপর, যদি তাহারা (এই সময়ের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনকালে) প্রত্যাবর্তন করে, তাহা হইলে আল্লাহ্ অতীব ক্রমাশীল, পরম দয়াময়।

أَعَجَبَكُمْ أَوَلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِكِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ لِذُنُوبِهِمْ وَيَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ ۖ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥﴾

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَيْحِضِ قُلْ هُوَ أَذَى لَا فَاعِلَ لَهَا ۚ وَالنِّسَاءُ فِي الْمَيْحِضِ وَلَا تَحْمِلُونَهُنَّ حَتَّى يَضْطَحْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٦﴾

يَسْأَلُكُمْ حَرْثُكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْ يَشْتِمُوا ۚ أَنْتُمْ لَهُمْ خَيْرٌ مِمَّا يَشْتُمُونَ ۚ قَدْ مُمِيتُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوْنَ فِي بَحْرِ الْوُحْيِ ۚ ﴿٧﴾

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا ۚ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٨﴾

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْفُحْشِ إِنَّمَا يَأْخِذُكُمْ بِأَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يَتَذَكَّرُ ۚ إِنَّمَا سَكَبَ عَلَى فُؤَادِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٩﴾

لِذَلِكَ يُؤْوَى مِنْ نِسَائِهِمْ تَلْعُصُ أَرْبَعًا أَشْهُرًا ۚ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

২২৮। এবং যদি তাহারা তালাক দেওয়ার সংকল্প করে, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

২২৯। এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ নিজেদের ব্যাপারে তিন ঋতুকাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে, এবং যদি তাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখে, তাহা হইলে তাহারা জানিয়া রাখুক যে, আল্লাহ্ তাহাদের গর্ভাশয়ে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা গোপন করা তাহাদের জন্য বৈধ হইবে না, এবং তাহাদের স্বামীগণ ইহার (নির্ধারিত সময়ের) মধ্যে তাহাদিগকে (নিজেদের স্ত্রীকে) পুনরায় গ্রহণ করার সমধিক হকদার হইবে যদি তাহারা আপোস মীমাংসা করিতে চাহে। এবং ন্যায়সংগতভাবে কতক অধিকার নারীদের জন্য (পুরুষদের উপর) আছে যেভাবে কতক অধিকার (পুরুষদের জন্য) নারীদের উপর আছে; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের (এক প্রকার) প্রাধান্য আছে।  
বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজাময়।

২৮  
[৭]  
১২

২৩০। এইরূপ তালাক দুইবার (ঘোষিত) হইতে পারে; অতঃপর, (স্ত্রীকে) ন্যায়সংগতভাবে রাখিতে হইবে অথবা সদয়ভাবে বিদায় দিতে হইবে। এবং তোমাদের জন্য উহা হইতে কিছু (ফেরত) গ্রহণ করা বৈধ হইবে না যাহা তোমরা তাহাদিগকে দিয়াছ, কেবল সেইক্ষেত্র ব্যতিরেকে যখন তাহারা উভয়ে আশংকা করে যে, তাহারা আল্লাহ্র সীমাসমূহ রক্ষা করিতে পারিবে না। অতঃপর, তোমরা যদি আশংকা কর যে তাহারা (স্বামী ও স্ত্রী) দুইজন আল্লাহ্র সীমাসমূহ রক্ষা করিতে পারিবে না, তাহা হইলে কোন পক্ষেরই পাপ হইবে না যদি স্ত্রী মুক্তিপণ হিসাবে কিছু দিয়া দেয়। এইগুলি আল্লাহ্র সীমা, সূতরাং তোমরা উহা লংঘন করিও না; এবং যাহারা আল্লাহ্র সীমাসমূহ লংঘন করে প্রকৃতপক্ষে তাহারা ই যালেম।

২৩১। অতঃপর, যদি সে স্ত্রীকে (উক্ত দুই তালাকের সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়ার পর তৃতীয়) তালাক দেয় তাহা হইলে ঐ স্ত্রী ইহার পর তাহার জন্য হালাল হইবে না যতরূপ পর্যন্ত না সে অপর স্বামীকে বিবাহ করিবে, ইহার পর সেও যদি তাহাকে তালাক দেয়, তাহা হইলে তাহাদের দুইজনের পুনরায় প্রত্যাবর্তন করায় কোন পাপ হইবে না, যদি তাহারা উভয়ে মনে করে যে, তাহারা আল্লাহ্র সীমাসমূহ রক্ষা করিতে পারিবে। এইগুলি আল্লাহ্র সীমা, যাহা তিনি জানীগণের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ  
لَّا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ  
إِنْ لَكُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَوَّاهُنَّ اللَّهُ  
بِرِزْوَانٍ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ  
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٩﴾

২৮  
[৭]  
১২

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمَّا سَأَلَ يَمْرُؤُاُ مِنْهُنَّ فَانْكِحْ فَلْيَمْسِكِ  
وَلَا يَحِلُّ لَكُنَّ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنَهُنَّ حِينَئِذٍ اِلَّا  
اَنْ يَخَافَا اَلَا يَقِيَمَا حُدُودَ اللَّهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَا يَقِيَمَا  
حُدُودَ اللَّهِ فَلَاجِنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِنَّ  
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
فَاُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣٠﴾

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَيْثُ تَرَكَحَ زَوْجًا  
غَيْرَهُ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا  
اِنْ طَلَقَا اَنْ يَقِيَمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣١﴾

২৩২। এবং যখন তোমরা স্ত্রীগণকে তালাক দাও এবং তাহারা তাহাদের ইচ্ছাকাল পূর্ণ করার শেষ সময়ে পৌঁছে, তখন তোমরা তাহাদিগকে হয় নায়সংগত ভাবে রাখ অথবা নায়সংগতভাবে তাহাদিগকে বিদায় দাও; এবং তোমরা তাহাদিগকে কষ্ট দিয়া আটকাইয়া রাখিও না, যাহাতে তোমরা (তাহাদের উপর) অত্যাচার করিতে পার। এবং যে এইরূপ করে সে নিজের আত্মার উপরই যুলুম করে এবং তোমরা আল্লাহর আদেশসমূহকে উপহাসের ক্ষেত্র করিও না; এবং তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ কর এবং উহাকে, যাহা তিনি তোমাদের উপর অবতীর্ণ করিয়াছেন—কিভাবে এবং প্রজা, যছারা তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দান করেন। এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

২৯

[৩]

১৩

২৩৩। এবং যখন তোমরা স্ত্রীগণকে তালাক দাও এবং তাহারা তাহাদের ইচ্ছাকাল পূর্ণ করার শেষ সময়ে পৌঁছে তখন তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের স্বামীদের সহিত বিবাহ করিতে বাঁধা দিও না যদি তাহারা নায়সংগতভাবে পরস্পর সম্মত হয়। এই আদেশ দ্বারা তোমাদের মধ্য হইতে ঐ ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে যে আল্লাহর উপর এবং শেষ দিবসের উপর ঈমান আনে। ইহা তোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা বরকত পূর্ণ এবং সর্বাপেক্ষা পবিত্র, বস্তুতঃ আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।

২৩৪। এবং মাতাগণ তাহাদের সন্তানদিগকে পূর্ণ দুই বৎসরকাল স্তন্য পান করাইবে, (এই বিধান) তাহার জন্য যে স্তন্য দানের কাল পূর্ণ করিতে চাহে। এবং যাহার সন্তান, তাহার উপর নায়সংগতভাবে তাহাদের খাদ্য ও তাহাদের বস্ত্রের দায়িত্বভার নাস্ত। কাহারও উপর তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার নাস্ত করা যায় না। কোন মাতাকে যেন তাহার সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া না হয়, এবং কোন পিতাকেও যেন তাহার সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া না হয় এবং গুয়ারিসগণের উপরও এইরূপই কর্তব্য। এবং যদি তাহারা উভয়ে পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শ অনুসারে স্তন্য পান বন্ধ করিতে চাহে তাহা হইলে তাহাদের কোন পাপ হইবে না। এবং তোমরা যদি তোমাদের সন্তানদিগকে (অন্য কোন স্ত্রীলোক দ্বারা) স্তন্য পান করাইতে চাহ, তাহা হইলেও তোমাদের কোন পাপ হইবে না, যদি তোমরা নায়সংগতভাবে তোমাদের ধার্যকৃত পারিবারিক দিয়া দাও। এবং

وَلِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيَقْنَ أَجَلَهُنَّ فَلْيَسْكُوهُنَّ  
يُغْرَوْنَ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِغُرُوبٍ وَلَا تُنكِسُوهُنَّ  
فَصِرَاحًا يُغْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ  
وَلَا تَحْجِدُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُؤًا وَادْكُرُوا لِعَذَابِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ  
وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يُوعَظُكُمْ  
بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

وَلِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيَقْنَ أَجَلَهُنَّ فَلْيَتَصَلُّوهُنَّ  
أَنْ يَنْكِحَنَّ أَوْ رَاحَهُنَّ إِذَا تَرَاضَا بَيْنَهُمَا بِالْعُرُوْبِ  
ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزَلَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ  
لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٥﴾

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ  
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْعِمَ الرِّضَاعَةُ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
وَرِثَتُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْعُرُوْبِ لَا يُكَلِّفُ نَفْسٌ  
إِلَّا وَسْعَمَاءَ لَا تَضَارُّ وَالِدَتُهُ يَوْلِيَهَا وَلَا مَوْلُودٌ  
لَهُ يَوْلِيهَا وَعَلَى الْوَالِدِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَمَّا  
فِصَالًا عَنْ تَرْضَاعٍ مِنْهُمَا وَتَشَارَفَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ إِذَا اسْتَنْعَمْتُمْ عَنْ أَنْتُمْ بِالْعُرُوْبِ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٦﴾

তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জানিয়া রাখ যে, তোমরা যাহা কিছু করিতেছ উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক দ্রষ্টা ।

২৩৫ । এবং তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা মৃত্যু বরণ করে এবং তাহারা স্ত্রীগণকে ছাড়িয়া যায়, তাহারা যেন নিজেদের বিষয়ে চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষা করে। অতঃপর, যখন তাহারা তাহাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করে, তখন তাহারা ন্যায়সংগতভাবে নিজেদের জন্য যাহা কিছু করিবে উহার জন্য তাহাদের কোন পাপ হইবে না। এবং তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ সেই সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ।

২৩৬ । এবং তোমাদের কোন পাপ হইবে না যদি তোমরা স্ত্রীলোকদের নিকট বিবাহ প্রস্তাব সম্বন্ধে ইঙ্গিত দাও, অথবা তোমরা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখ। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা নিশ্চয় তাহাদিগকে সম্মরণ করিবে। কিন্তু তাহাদের সহিত তোমরা গোপনে কোন চুক্তি করিও না, ইহা ছাড়া যে, তোমরা কেবল কোন ন্যায়সংগত কথা বল। এবং যে পর্যন্ত না ইদ্দতকাল উহার পূর্ণতায় পৌছে, তোমরা বিবাহ বন্ধনের পাকা সংকল্প করিও না। এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যাহা কিছু আছে তাহা জানেন, অতএব তোমরা তাহার সম্বন্ধে সতর্ক হও। এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্রমাশীল, পরম সহিষ্ণু ।

২৩৭ । তোমাদের কোন পাপ হইবে না যদি তোমরা স্ত্রীদিগকে ঐ সময়েও তানাক দাও যখন তোমরা তাহাদিগকে স্পর্শ কর নাই, অথবা তাহাদের জন্য দেন-মহর ধার্য কর নাই। কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে উপকার স্বরূপ কিছু দিও বিত্তবানের উপর তাহার ক্ষমতানুযায়ী এবং বিত্তহীনের উপর তাহার ক্ষমতানুযায়ী—ন্যায়সংগতভাবে উপকার করা বিধেয়। ইহা সৎকর্মশীলগণের কর্তব্য ।

২৩৮ । এবং যদি তোমরা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবার পূর্বে তানাক দাও এবং তাহাদের জন্য দেন-মহর ধার্য করিয়া থাক, তাহা হইলে যাহা তোমরা ধার্য করিয়াছ উহার অর্ধেক (তাহাদিগকে) দিতে হইবে, যদি না তাহারা ক্ষমা করিয়া দেয় অথবা ঐ বাস্তি ক্ষমা করিয়া দেয় তাহার হাতে বিবাহ বন্ধন (এর ভার) রহিয়াছে। এবং তোমাদের ক্ষমা করা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং তোমরা পরস্পরের মধ্যে হিতসাধন করিতে ভুলিও না। তোমরা যাহা কিছু করিতেছ উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ নিশ্চয় সম্যক দ্রষ্টা ।

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنكُمْ وَ يَدْرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَفَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٥﴾

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطَابٍ لِّلنِّسَاءِ أَوْ لَكُنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ لَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْرِضُوا عَقْدَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٦﴾

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَ مِمَّا عَفَا عَلَى الْوُجُوعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرًا مَّتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٧﴾

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرِيضَةٌ مَّا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدُ الْكِتَابِ وَ أَنْ يَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَسْأَلُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٨﴾



২৬৯। তোমরা সকল নামাযের, বিশেষ করিয়া মধ্যাহ্ন নামাযের সংরক্ষণ কর, এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে অনুগত হইয়া দণ্ডায়মান হও।

حُفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قِيَامًا ۝

২৮০। তবে যদি তোমরা আশংকা কর তাহা হইলে (নামায আদায় কর) পায়ে চলা অথবা আরোহণ অবস্থাতেই, অতঃপর, যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর, যেভাবে তিনি তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা তোমরা জানিতে না।

فَإِنْ خِفْتُمْ قَرِيبًا أَوْ زُكَّاتًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَلَا تُلَاحِظُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝

২৮১। এবং তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা মৃত্যু বরণ করে এবং তাহারা স্ত্রীগণকে ছাড়িয়া যায়, তাহারা (ওয়ারিসগণকে) তাহাদের স্ত্রীগণের জন্য ওসম্মত করিয়া যাইবে যে, তাহাদিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কার না করিয়া এক বৎসর পর্যন্ত ভরণপোষন দিতে হইবে। কিন্তু যদি তাহারা স্বেচ্ছায় চলিয়া যায় তাহা হইলে ন্যায়সংগতভাবে তাহারা নিজেদের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে উহাতে তোমাদের কোন পাপ হইবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজাময়।

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً يَرَوْنَ جَاءَهُمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ خَرَجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ فِي مَا فَعَلْتَ فِي الْأَنْفُسِ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

২৮২। এবং তানাকপ্রাপ্তা নারীদিগকে ন্যায়সংগতভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী দান করিতে হইবে — ইহা মৃত্যুকালগণের উপর বাধ্যকর।

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

২৮৩। এই ভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাহার নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ কর।

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

৩১  
[৭]  
১৫

২৮৪। তোমার নিকট কি তাহাদের সংবাদ পৌছে নাই যাহারা সংখ্যান্ন হাজার হাজার হইয়াও মৃত্যু ভয়ে নিজদের গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিল? ইহাতে আল্লাহ্ তাহাদিগকে বলিলেন, 'মর তোমরা'; অতঃপর, তিনি তাহাদিগকে জীবিত করিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি পরম অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝

২৮৫। এবং আল্লাহর পথে তোমরা যুদ্ধ কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বপ্রোতা, সর্বজানী।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ سَبِغٌ عَلَيْهِمْ ۝

২৮৬। কে এমন আছে যে আল্লাহকে নিজ ধন-সম্পদ হইতে উত্তম ঋণ দিবে যেন তিনি উহাকে তাহার জন্য বহু গুণে বাড়াইয়া দেন? এবং আল্লাহ্ ধন-সম্পদ গ্রহণ করেন এবং বাড়াইয়া থাকেন, এবং তোমাদিগকে তাহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضَاعًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

২৪৭। তুমি কি বনী ইসরাঈলের ঐ সকল প্রধানের বিষয় অবগত হও নাই যাহারা মুসার পরে গত হইয়াছে, যখন তাহারা তাহাদের এক নবীকে বলিয়াছিল, 'আমাদের জন্য কোন বাদশাহ নিযুক্ত করিয়া দাও যেন আমরা (তাহার অধীন হইয়া) আল্লাহর পথে যুদ্ধ করিতে পারি?' সে বলিল, 'এমনতো হইবে না যে তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হইলে, তোমরা যুদ্ধ করিবে না?' তাহারা বলিল, 'আমাদের কি হইয়াছে যে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করিব না, অথচ আমাদেরকে আমাদের গৃহ হইতে এবং আমাদের সন্তান-সন্ততি হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে?' কিন্তু যখন তাহাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হইল তখন তাহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক বাতীত সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। এবং আল্লাহ্ যালেমদিগকে সবিশেষ জানেন।

২৪৮। এবং তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তালুতকে বাদশাহ নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহারা বলিল, 'সে কি প্রকারে আমাদের উপর হকুমত লাভ করিতে পারে, অথচ তাহার চাইতে আমরা হকুমতের বেশী হকদার, এবং তাহাকে এমন কিছু আর্থিক প্রাচুর্যও দেওয়া হয় নাই?' সে বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাকে তোমাদের উপর মনোনীত করিয়াছেন, এবং তিনি তাহাকে জানে এবং দৈহিক বলে অধিক সমৃদ্ধ করিয়াছেন।' বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন তাহার শাসনক্রমতা দান করেন, এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যদাতা, সর্বজ্ঞানী।

২৪৯। এবং তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিল, 'নিশ্চয় তাহার শাসনক্রমতার নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট এক তাবত আসিবে যাহার মধ্যে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে মনের প্রশান্তি থাকিবে এবং মুসার বংশধরগণ এবং হারুনের বংশধরগণ যাহা ছাড়িয়া গিয়াছে উহার উত্তম অবশিষ্টাংশ থাকিবে, ফিরিশ্তাগণ উহা বহন করিবে। যদি তোমরা মো'মেন হইয়া থাক তাহা হইলে হইতে অবশ্যই তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে।' ১'

২৫০। অতঃপর, যখন, তালুত সৈন্যবাহিনীসহ বাহির হইল তখন সে বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে এক নদীর দ্বারা পরীক্ষা করিবেন। অতএব, যে কেহ উহা হইতে পানি পান করিবে সে আমার মধ্য হইতে নহে, এবং যে কেহ উহার স্বাদ গ্রহণ করিবে না, নিশ্চয় সে আমার মধ্য হইতে হইবে, কেবল সেই ব্যক্তি বাতীত যে তাহার হস্ত দ্বারা এক অঙলী পানি পান করিবে (সে-ও আমারই মধ্য হইতে হইবে); অতঃপর,

الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ الْمَلِكِ مِنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّهِمْ ائْتِنَا مَلِكًا تَأْتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُنِبَ عَلَيْكُمْ الْفِتْنَالِ أَلا تَعْتَابِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَا نَعْتَابِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءَنَا فَمَلَأَ كُتُبَ عَلَيْهِمُ الْفِتْنَالِ قَالُوا لَا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ①

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ②

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ③

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بِبَنَاتِكُمْ خَيْرٌ مِّنْ شَرِبٍ مِنْهُ فَلَيْسَ بِيَنَّ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ يَبْنِي إِلَّا مَنَ غُرْفَةٍ بِيَدِهِ فَفَرَسُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ

তাহাদের মধ্য হইতে অল্প সংখ্যক ব্যতীত বাকী সকলেই উহা হইতে পান করিল। এবং যখন সে স্বয়ং এবং তাহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহারা নদী অতিক্রম করিল, তখন তাহারা বলিল, 'আজ আমাদের মধ্যে জালুত এবং তাহার সৈন্যবাহিনীর সহিত মোকাবেলা করিবার আদৌ ক্ষমতা নাই।' কিন্তু যাহারা বিশ্বাস রাখিত যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তাহারা বলিল, 'কত ছোট ছোট দল আল্লাহ্‌র হুকুমে বড় বড় দলের উপর জয়যুক্ত হইয়াছে; এবং আল্লাহ্‌ ধৈর্যশীলগণের সঙ্গে আছেন।

২৫১। অতঃপর, যখন তাহারা জালুত ও তাহার সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বাহির হইল, তখন তাহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের উপর ধৈর্য-শক্তি বর্ষণ কর এবং (যুদ্ধক্ষেত্রে) আমাদের কদমকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কর এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।'।

২৫২। অতএব, আল্লাহ্‌র হুকুমে তাহারা উহাদিগকে পরাস্ত করিল, এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করিল, এবং আল্লাহ্‌ তাহাকে হুকুমত ও হিকমত দান করিলেন এবং তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা তাহাকে শিক্ষা দিলেন। এবং আল্লাহ্‌ যদি মানব জাতিকে তাহাদের এক দলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন তাহা হইলে অবশ্যই পৃথিবী ফাসাদপূর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু আল্লাহ্‌ সকল জগদ্বাসীর উপর অতীব অনুগ্রহশীল।

২৫৩। এইগুলি আল্লাহ্‌র আয়াত, যাহা আমরা সত্যসহ তোমার নিকট আরতি করিয়া শুনাইতেছি, এবং নিশ্চয় তুমি রসূলগণের অন্যতম।

পাঠ্য

২৫৪। এই রসূলগণ— যাহাদের মধ্য হইতে আমরা কতককে কতকের উপর প্রেরিত প্রদান করিয়াছি—তাহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহাদের সহিত আল্লাহ্‌ বাক্যলাপ করিয়াছেন, এবং তাহাদের মধ্যে কতককে মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন। এবং আমরা ঈসা ইবনে মরিয়মকে স্পষ্ট প্রমাণসমূহ দিয়াছিলাম এবং রুহুল কুদুস (পবিত্র আত্মা) দ্বারা তাহাকে শক্তি দান করিয়াছিলাম। এবং যদি আল্লাহ্‌ চাহিতেন তাহা হইলে যাহারা তাহাদের পরে হইয়াছে তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ

يَحْمِلُونَ وَجُنُودَهُ قَالِ الَّذِينَ يَخْتُونُ أَنَّهُم مُّغْلَقُونَ  
اللَّهُ كَرِيمٌ فِيهِ قِيلَ غَلَبَتْ فِيهِ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ  
اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّادِقِينَ ⑤

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَخْرِجْ  
عَلَيْنَا صَبْرًا وَكَفَيْتَ أَقْدَمًا وَأَنْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ  
الْكَافِرِينَ ⑤

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَ  
أَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَنَّا يَشَاءُ وَ  
لَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفُْسَدَتِ  
الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ⑥

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْتَلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَتِلْكَ لِمَنْ  
الْمُرْسَلِينَ ⑥

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ  
مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَخْتَلَفُ  
عَيْنِي ابْنُ مَرْيَمَ الْبَيْتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ  
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَكَلُ الَّذِينَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ  
بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ أَنْبِيَاؤُهُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَيَنْتَهُمُ مَنْ

সমাগত হওয়ার পর তাহারা পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করিত না, কিন্তু তাহারা মতভেদ করিল। ফলে তাহাদের মধ্যে কতক লোক ঈমান আনিল এবং তাহাদের মধ্যে কতক লোক অস্বীকার করিল। এবং আল্লাহ্ যদি চাহিতেন তাহা হইলে তাহারা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করিত না; কিন্তু আল্লাহ্ যাচা চাহেন তাহাই তিনি করেন।

২৫৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আমরা তোমাদিগকে যে রিয্ক দান করিয়াছি উহা হইতে খরচ কর সেই দিন আসিবার পূর্বে যেদিন কোন ক্রয়-বিক্রয় এবং বন্ধুত্ব এবং শাফায়াত (সুপারিশ) চলিবে না; বস্তুতঃ কাফেরগণই যালেম।

২৫৬। আল্লাহ্— তিনি বাতীত কোন মা'বদ নাই, তিনি চিরজীব-জীবনদাতা, চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা; না তম্বা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে এবং না নিস্ত্রা। যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে, সবই তাঁহার। কে আছে যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাহার নিকট শাফায়াত (সুপারিশ) করিতে পারে? তাহাদের সন্মুখ যাহা কিছু আছে এবং তাহাদের পশ্চাতে যাহা কিছু আছে সবই তিনি জানেন; তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে না, কেবল তাহা বাতীত যাহা তিনি চাহেন। তাঁহার জ্ঞান ও শাসনক্রমতা

আকাশ সমূহকে ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহাকে ক্লাস্ত করে না, বস্তুতঃ তিনি অতি উচ্চ, মহিমান্বিত।

২৫৭। ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নাই। (কারণ) সংপৎ ও দ্রাতি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; সূতরাং যে ব্যক্তি তাড়াতক (পুণ্যের পথে বাধাদানকারী বিদ্রোহী শক্তিকে) অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে সে নিশ্চয় এমন এক সুদৃঢ় হাতনকে মঘবৃত্ত করিয়া ধরিয়াছে যাহা কখনও ভাঙ্গিবার নহে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

২৫৮। আল্লাহ্ প্রায় সকল লোকের অভিভাবক যাহারা ঈমান আনে; তিনি তাহাদিগকে অঙ্গকাররাশি হইতে বাহির করিয়া আলোকের দিকে আনেন। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাড়াত তাহাদের অভিভাবক, তাহারা তাহাদিগকে আলোক হইতে বাহির করিয়া অঙ্গকাররাশির দিকে নইয়া যায়। এই সকল লোকই অগ্নির অধিবাসী, তাহারা উহাতে দীর্ঘকাল বাস করিবে।

أَمَنَ مِنْهُمْ مَن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَنُوكَ ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٨﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٩﴾

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْغَيُّورُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ

عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٦٠﴾

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَهُمُ الطَّاغُوتُ ۚ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦٢﴾

২৫৯। তুমি কি ঐ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য কর নাই যে ইব্রাহীমের সহিত তাহার প্রভু সম্বন্ধে এই কারণে বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল যে, আল্লাহ্ তাহাকে শাসনক্ষমতা দিয়াছিলেন? যখন ইব্রাহীম বলিল, 'তিনি আমার প্রভু, যিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন।' সে বলিল, 'আমিও জীবিত করি এবং মৃত্যু দিই।' ইব্রাহীম বলিল, 'বেশ কথা আল্লাহ্ তাহাকে সর্বদিক হইতে লইয়া আসেন, এখন তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে লইয়া আস দেখি।' ইহাতে যে অবিশ্বাস করিয়াছিল সে হতভম্ব হইয়া গেল। বস্তুতঃ আল্লাহ্ যালেম জাতিকে হেদায়াত দেন না।

২৬০। অথবা সেই ব্যক্তির নায় (তুমি কাহাকেও কি লক্ষ্য করিয়াছ?) যে এমন এক শহরের পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম করিয়াছিল যাহার ছাদসমূহ ধ্বংসিয়া ভূপাতিত হইয়াছিল (এই দৃশ্য দেখিয়া) সে বলিল, 'ইহার ধ্বংসের পর আল্লাহ্ কখন ইহাকে পুনরুজ্জীবন দান করিবেন?' ইহাতে আল্লাহ্ তাহাকে একশত বৎসরের জন্য মৃত্যু দিলেন; অতঃপর, তিনি তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি (এই অবস্থায়) কত কাল ছিলে?' সে বলিল, 'একদিন বা এক দিনের কিয়দংশ অবস্থান করিয়াছি।' তিনি বলিলেন, (ইহাও ঠিক), বরং তুমি এই অবস্থায় একশত বৎসর ছিলে (ইহাও ঠিক); তুমি তোমার খাদ্য দ্রব্যের এবং পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কর, ঐগুলি পচে নাই, এবং তুমি তোমার গদাডের প্রতিও লক্ষ্য কর।' এবং আমরা (এইরূপ এই জন্য করিয়াছি) যেন তোমাকে মানব জাতির জন্য এক নিদর্শন করিতে পারি। এবং তুমি অস্থিগুলির প্রতিও লক্ষ্য কর, কিরূপে আমরা উহাদিগকে সংযোজিত করি, অতঃপর, আমরা উহাদিগকে মাংসের আবরণ পরিধান করাই।' অতঃপর, যখন প্রকৃত তত্ত্ব তাহার নিকটে প্রকাশ হইয়া গেল, তখন সে বলিল, 'আমি জানি যে নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।'।

২৬১। এবং (স্মরণ কর সেই ঘটনাকেও) যখন ইব্রাহীম বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে দেখাও, কিরূপে তুমি মৃতকে জীবিত কর।' তিনি বলিলেন, 'তুমি কি ঈমান আন নাই?' সে বলিল, 'হাঁ, ঈমান অবশ্যই আনিয়াছি।' কিন্তু (প্রশ্ন এই জন্য করিয়াছি) যেন আমার হৃদয় প্রশান্তি লাভ

أَلَمْ تَرَى إِلَى الْوَيْ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ أَنُتَهُ  
اللَّهُ أَنُتَكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُبِي وَيُنِي  
قَالَ أَنَا أَنِي وَأُمِّيْتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي  
بِالشَّمْسِ مِنَ الشَّرْقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ  
فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

أَوْ كَالَّذِي مَزَعَ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ حَاطِبَةٌ عَلَى  
عُرْوِشِهَا قَالَ أَنِي يُبِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا  
فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ  
قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ

مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَلْعِكَ وَشِرَاكِ لَمْ يَكُنْ  
وَأَنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى  
الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِئُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا بَيَّنَّ  
لَهُ قَالَ أَعْلَمْتُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ  
أَوْكُمُ تُؤْمِنُونَ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَبْهَتَ قَلْبِي قَالَ

করিতে পারে। তিনি বনিনেন, 'তুমি চারিটি পাখী নও এবং উহাদিগকে নিজের প্রতি পোষ মানাও। অতঃপর, তুমি উহাদের মধ্য হইতে এক এক অংশ এক এক পাহাড়ের উপর রাখিয়া দাও, তারপর উহাদিগকে ডাক, তাহারা তোমার নিকট ছুটিয়া আসিবে।' এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, অতীব প্রজাময়।

২৬২। যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত এক শসাবীজের দৃষ্টান্তের ন্যায়, যাহা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষে একশত শসাবীজ থাকে। এবং আল্লাহ্ যাহার জন্য চাহেন (ইহা অপেক্ষাও) রক্ষি করিয়া দেন; এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী।

২৬৩। যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে, অতঃপর, তাহারা যাহা খরচ করে উহার সম্বন্ধে পিছনে খোঁটা দিয়া ও কষ্ট দিয়া বেড়ায় না; তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর সম্মুখানে পুরস্কার সংরক্ষিত আছে; তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

২৬৪। ন্যায়সংগত কথা এবং ক্ষমা সেই দান হইতে উত্তম যাহার পরে কষ্ট-ক্লেশ আরম্ভ হইয়া যায়। বস্তুতঃ আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ-ঐশ্বর্যশালী, পরম সহিষ্ণু।

২৬৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা দানের খোঁটা দিয়া এবং কষ্ট দিয়া নিজেদের দান সম্বন্ধে ঐ বাস্তব ন্যায় বাধা করিও না যে নিজের ধন-সম্পদ নোক দেশানোর জন্য ব্যয় করে এবং সে আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে না। তাহার উপমা ঐ মসৃণ-শত প্রস্তরের অবস্থার ন্যায়, যাহার উপর অল্প মাটি পড়িয়া আছে, অতঃপর, উহার উপর প্রবল রূঢ়িপাত হয় এবং উহাকে পরিষ্কার শক্ত প্রস্তররূপেই রাখিয়া যায়। তাহারা যাহা কিছু উপাৰ্জন করে উহার কোন অংশই তাহারা রক্ষা করিতে পারে না। বস্তুতঃ কাফের জাতিকে আল্লাহ্ হেদায়াত দেন না।

২৬৬। এবং যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং তাহাদের আবার দৃঢ়তার জন্য খরচ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত উচ্ছ্রাবনে অবস্থিত সেই বাগানের অবস্থার ন্যায় যাহার উপর প্রবল রূঢ়িপাত হইলে উহা দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন করে। এবং যদি উহাতে প্রবল রূঢ়িপাত নাও হয় তাহা হইলে অল্প রূঢ়িই যথেষ্ট এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ্ উহা সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা।

فَخَذَ اَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصَرَّهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا وَاَعْلَمْ اَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اُتْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللهُ يُضَوِّفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللهُ وَّاسِعٌ عَلِيمٌ

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِمْ وَلَا اَذَى لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذَى وَاللهُ غَنِيٌّ حَكِيمٌ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَى كَالَّذِي يَنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ اِذَا فُصِّدَ مِنْهُ فَمِنْ فَوْقِهِ صَلْدٌ اِذَا يُفِصَّدُونَ عَلَى شَيْءٍ وَمِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

وَمَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ اِتِّقَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَشْفِيقَاتِهِمْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ حَبَّةٍ يَرْبُو وَاصْبَاهَا وَاِبِلٌ نَّاتَتْ اُكْلَهَا ضَعْفَيْنِ اِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَاِبِلٌ ظُلٌّ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

২৬৭। তোমাদের মধ্যে কেহ কি ইহা চাহে যে, তাহার জন্য খজুর ও আঙ্গুরের এমন একটি বাগান থাকুক, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকে, উহাতে তাহার জন্য সর্বপ্রকার ফল থাকে, অতঃপর তাহাকে বার্ষিক আসিয়া আক্রমণ করে এবং তাহার দুর্বল সন্তান-সন্ততি থাকে; এমন সময় সেই বাগানের উপর দিয়া এক অগ্নিময় ঘর্নিঝড় বহিয়া যায়, ফলে উহা গুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়? এইরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন ৩৬ [৬] যেন তোমরা চিন্তা করিয়া কাজ কর। ৪

২৬৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াহ! তোমরা খরচ কর পবিত্র বস্তু হইতে যাহা তোমরা উপার্জন কর, এবং উহা হইতেও যাহা আমরা তোমাদের জন্য স্বামীন হইতে উৎপন্ন করি; এবং তোমরা এমন নিকৃষ্ট বস্তুর সংকল্প করিও না, যাহা হইতে তোমরা খরচ কর বাটে, কিন্তু তোমরা স্বয়ং চক্ষু বন্ধ না করিয়া আদৌ উহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহ। এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ-ঐশ্বর্যশালী, সকল প্রশংসার যোগ্য।

২৬৯। শয়তান তোমাদিগকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং সে তোমাদিগকে অশ্রীলতার আদেশ দেয়, পক্ষান্তরে আল্লাহ্ নিজ পক্ষ হইতে তোমাদিগকে ক্ষমা এবং ক্ষমার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রাত্যহদানকারী, সর্বজ্ঞানী।

২৭০। তিনি যাহাকে চাহেন হিকমত প্রদান করেন, এবং যাহাকে হিকমত প্রদান করা হয়, তাহাকে প্রভূত কন্যাণ প্রদান করা হয়; প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধিমান লোক ব্যতীত অন্য কেহ উপদেশ গ্রহণ করে না।

২৭১। এবং যাহাকিছু তোমরা খরচ কর অথবা যাহাকিছু তোমরা মানত কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা জেনেন; এবং যাহারদের জন্য কোন সাহায্যকারী হইবে না।

২৭২। যদি তোমরা প্রকাশ্যে সদকাহ দান কর, তাহা হইলে ইহাও খুব ভাল; এবং যদি তোমরা উহা গোপনে দান কর এবং উহা দরিদ্রগণকে দাও, তাহা হইলে ইহা তোমাদের জন্য উৎকৃষ্টতর, এবং তিনি (ইহা হাওয়ার কারণে) তোমাদের অনেক অনিষ্ট তোমাদের নিকট হইতে দূরীভূত করিয়া দিবেন। এবং তোমরা যাহা কর উহা সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবগত আছেন।

أَيُّودُ أَحَدَكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَجِيلٍ وَأَنْ تَجْرِيَ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا لَهُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٦﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ ثَمَرَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَسَّمُوا فِيهِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْنُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧﴾

الطَّيِّبِينَ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَإِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٨﴾

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أُولَ الْأَبَابِ ﴿٩﴾

وَمَا اتَّفَتُمُوهَا مِنْ نَفَقَةٍ إِنْ أَنْزَلْنَاهَا مِنْ تَحْتِ رَأْسِ اللَّهِ يَرْكَبُهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٠﴾

إِنْ تُبَادُوا الصَّدَقَاتِ فَمِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخَوَّفُوا وَتَوَلَّوْهُمَا الْفَقْرَاءُ فَمِمَّا عَنْكُمْ وَيَكُونُ عَنْكُمْ مِنَ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

২৭৩। তাহাদিগকে হেদায়াত দেওয়ার দায়িত্ব তোমার উপর নাস্ত নহে, বরং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন হেদায়াত দান করেন। এবং ধন-সম্পদ হইতে তোমরা যাহা খরচ কর উহা তোমাদেরই আস্থার কল্যাণের জন্য, কারণ তোমরা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই খরচ করিয়া থাক। এবং ধন-সম্পদ হইতে তোমরা যাহা কিছু খরচ কর উহা তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ফেরৎ দেওয়া হইবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হইবে না।

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ  
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِكُوا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا  
ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ رُّدُّوفَ إِلَيْكُمْ  
وَأَنْتُمْ لَا تظْلُمُونَ ۝

২৭৪। (উপরোক্ত দান সমূহ) ঐ অভাবীগণের জন্য তাহাদিগকে আল্লাহর পক্ষে (অন্যান্য কাজ হইতে) এমনভাবে আবদ্ধ করা হইয়াছে যে, তাহারা ভূগুষ্ঠে চলাফেরা করিতে পারে না। (তাহারা সাহায্য) চাওয়া হইতে বিরত থাকার কারণে অল্প লোক তাহাদিগকে ধনী মনে করে। তুমি তাহাদিগকে তাহাদের চেহারার লক্ষণ দেখিয়া চিনিতে পারিবে; তাহারা মানুষের নিকট নাড়াহেড়াবাদ্য হইয়া কিছু চাহে না। এবং তোমরা ধন-সম্পদ হইতে যাহা কিছু খরচ কর, আল্লাহ্ নিশ্চয় উহা ৩৭ [৭] সম্বন্ধে সমাক অবগত আছেন। ৫

২৭৫। তাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাত্রে এবং দিবসে গোপনে এবং প্রকাশে খরচ করে, তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর সম্মুখানে পুরস্কার সংরক্ষিত আছে, এবং তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِالْإِتْمَانِ وَالسَّهَرِ سِرًّا وَ  
عَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  
وَلَهُمْ يُحْزَنُونَ ۝

২৭৬। তাহারা সুদ খায় তাহারা সেইভাবে দাঁড়ায় যেভাবে ঐ ব্যক্তি দাঁড়ায় যাহাকে শয়তান সংস্পর্শে আনিয়া ডান-বৃদ্ধি হারা করিয়া ফেলে। ইহা এই কারণে যে, তাহারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয়ও সুদেরই মত'; অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করিয়াছেন এবং সুদকে হারাম করিয়াছেন। সুতরাং তাহার নিকট তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে কোন উপদেশ আসে এবং সে বিরত হয়, তাহা হইলে অতীতে যাহা কিছু হইয়াছে উহা তাহারই এবং তাহার ব্যাপার আল্লাহর নিকট নাস্ত। এবং তাহারা পুনরায় ইহা করিবে, তাহারা নিশ্চয় অগ্নিবাসী হইবে, সেখানে তাহারা দীর্ঘকাল থাকিবে।

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَضَعُهُ الضُّعْفُ مِنَ النَّاسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّهُ مَأْسُفٌ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

২৭৭। আল্লাহ সুদকে বিলুপ্ত করেন এবং দানকে সমৃদ্ধ করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ কোন কান্ধের, পাপীকে আদৌ ভালবাসেন না।

يَسْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَزُرِيَ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ  
كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝



২৭৮। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, এবং নামায কয়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাহাদের জন্য প্রস্কার তাহাদের প্রভুর নিকট আছে, এবং তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

২৭৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, এবং যদি তোমরা মো'মেন হও তাহা হইলে তোমরা সূদের যাহাকিছু বকেয়া আছে উহা ছাড়িয়া দাও।

২৮০। এবং যদি তোমরা ইহা না কর, তাহা হইলে আল্লাহ এবং তাহার রসুলের সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা প্রবণ কর, কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তাহা হইলে তোমাদের জন্য তোমাদের মূলধন রহিয়াছে; (এইরূপে) তোমরা কাহারও উপর মূল্য করিবে না এবং তোমাদের উপরও মূল্য করা হইবে না।

২৮১। এবং যদি কোন (খণী) ব্যক্তি দুদশান্ত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে সচ্ছন্দতা পর্যন্ত অবকাশ দিতে হইবে, আর তোমাদের দান করিয়া দেওয়া তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ।

২৮২। এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন তোমাদিগকে আল্লাহর দিকে ফিরাইয়া নইয়া যাওয়া হইবে; অতঃপর, প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যাহা অর্জন করিয়াছে তাহা পূর্ণরূপে প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের উপর মূল্য করা হইবে না।

২৮৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমরা নির্দিষ্টকালের জন্য স্বপ্ন সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে লেন-দেন কর, তখন তোমরা উহা লিখিয়া লও। এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন নায়সংগতভাবে লিখিয়া দেয়, এবং লেখক যেন লিখিত অস্বীকার না করে, কারণ আল্লাহ তাহাকে শিদ্ধা দিয়াছেন, অতএব সে যেন লিখে; এবং যাহার উপর (স্বপ্ন শোধের) দায়িত্ব সে যেন (সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু) লেখায়, এবং তাহার প্রভু আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে, এবং উহার মধ্যে যেন সে কিছু কম না করে। কিন্তু স্বপ্ন গ্রহণকারী যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা স্বয়ং (বিষয়বস্তু) লিখাইতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে তাহার অভিভাবক যেন নায়সংগতভাবে (বিষয়বস্তু) লেখায়। এবং তোমাদের পুরুষদের মধ্যে হইতে দুই জনকে সাক্ষী রাখ, কিন্তু যদি দুইজন পুরুষ না জোটে তাহা হইলে উপস্থিত দর্শকগণের মধ্যে হইতে যাহাদিগকে তোমরা পসন্দ কর একজন পুরুষ এবং দুইজন স্ত্রীলোক (সাক্ষী

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ شَرًّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٨﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَلُّوا مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الزَّيْطِ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٩﴾

إِنْ لَمْ تَقْتُلُوا فَأَذَلُّوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَكُمْ دُونُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

وَإِنْ كَانَ ذُو عَصْرَةٍ فَنُظِرْهُ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

وَأَتُوا نَوْمًا تَرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُمَوُّ كُلُّ نَفْسٍ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨٢﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا عَادَيْتُمْ بَيْنَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَمِمْ إِلَهُ رَبِّهِ وَلَا يَخْسِرَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَلِيلًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ مِنْ تَلَمِيْلٍ وَلِيْلَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ رَضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَوَلَّيَ أَحَدُهُمَا قَدْرًا فَتَدْرِكْ أَحَدُهُمَا

থাকিবে), এই জনা যে, দুইজন স্ত্রীলোকের মধ্যে যদি একজন তুলিয়া যায় তাহা হইলে অপরজন সমরণ করাইয়া দিবে। এবং যখন সাক্ষীগণকে ডাকা হয় তখন তাহারা যেন অস্বীকার না করে; এবং নেন-দেন ছোট হউক বা বড় হউক তোমরা উহাকে মিয়াদসহ লিখিতে অবহেলা করিও না। ইহা আল্লাহর নিকট সর্বাধিক ন্যায়সংগত এবং প্রমাণের জন্য সর্বাধিক দৃঢ় এবং সমধিক নিকটবর্তী পস্থা যাহাতে তোমরা সন্দেহে না পড়; কিন্তু যদি নগদ কারবার হয় যাহাতে তোমরা পরস্পর (মান ও মূল্যের) বিনিময় কর, এইরূপ ক্ষেত্রে ইহার কোন লেখা-পড়া না করিলে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না। এবং যখন তোমরা পরস্পরের মধ্যে বেচা-কেনা কর তখন সাক্ষী রাখিও; এবং লেখক ও সাক্ষী কাহাকেও যেন ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয়। কিন্তু যদি তোমরা এইরূপ কর তাহা হইলে ইহা তোমাদের অব্যাহতা বনিয়া গণ্য হইবে। এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। এবং আল্লাহ্ তোমান্নিকে শিক্ষা দিতেছেন; বশুত: আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا  
أَنْ تَكْتُمُوا صُغِيرًا وَكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ  
عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ بِجَارَةٍ حَاضِرَةٍ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا  
يُضَارُّ كِتَابٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَقَعُوا فَإِنَّهُ تَسْوِئٌ  
بِكُمْ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمٌ

২৮৪। এবং যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তাহা হইলে দশজনসহ কোন বশু বন্ধক রাখা বিধেয়। এবং তোমাদের মধ্যে যদি কেহ অন্যের নিকট কিছু আমানত (গচ্ছিত) রাখে তাহা হইলে যাহার নিকট আমানত রাখা হইয়াছিল সে যেন তাহার আমানত প্রত্যাপন করে; এবং স্বীয় প্রভু আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে। এবং তোমরা সাক্ষকে গোপন করিও না; এবং যে কেহ উহা গোপন করে নিশ্চয় সে এমন মানুষ যাহার অন্তর পাপী। এবং তোমরা যে কাজকর্ম কর তদসম্বন্ধে আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী।

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ  
مَقْبُوضَهُ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُمُوا الشَّهَادَةَ  
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْلَمُونَ  
عَلِيمٌ

৩৯  
[২]  
৭

২৮৫। যাহা কিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যাহা কিছু ভূমণ্ডলে আছে সবই আল্লাহর; তোমাদের অন্তরে যাহা কিছু আছে, যদি তাহা তোমরা প্রকাশ কর বা তাহা গোপন কর, আল্লাহ্ তোমাদের নিকট হইতে উহার হিসাব গ্রহণ করিবেন; অত:পর, তিনি যাহাকে চাহিবেন ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে চাহিবেন শাস্তি দিবেন; এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا  
مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يَحْصِبْكُمْ بِاللّٰهِ يُغْفِرُ  
لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ

২৮৬। এই রসূল স্বয়ং ঈমান রাখে উহার উপর যাহা তাহার প্রতি তাহান প্রভু পক্ষ হইতে নাযেল করা হইয়াছে এবং অপরাপর মো'মে'নগণও; তাহারা সকলেই আল্লাহ্ এবং তাঁহার ফিরিশ্তা এবং তাঁহার কিতাবসমূহ এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান রাখে; (এবং তাহারা বলে) 'আমরা তাঁহার রসূলগণের কাহারও মধ্যে কোন পার্থক্য করি না,' এবং তাহারা বলে, 'আমরা শ্রবণ করিলাম এবং আমরা আনুগত্য করিলাম; হে আমাদের প্রভু! আমরা তোমারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, এবং তোমারই নিকট প্রত্যাবর্তন।'।

২৮৭। আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির উপর তাহার সাধাতীত (কষ্টকর) দায়িত্বভার নাস্ত করেন না। সে যাহা ভাল উপার্জন করিবে উহা তাহারই জন্য কল্যাণকর হইবে এবং যাহা মন্দ-উপার্জন করিবে উহা তাহারই বিপাক্য যাইবে। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করিও না যদি আমরা ভুলিয়া যাই অথবা ভুলি-বিচুটি করি; হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের উপর এমন দায়িত্বভার অর্পণ করিও না যেরূপ দায়িত্বভার তুমি আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর অর্পণ করিয়াছিলে। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের উপর এমন বোঝা চাপাইও না যাহা বহন করার শক্তি আমাদের নাই; তুমি আমাদেরকে মার্জনা কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং তুমি আমাদের উপর রহম কর, (কারণ) তুমিই আমাদের অভিভাবক, অতএব কাকের জাতির বিরুদ্ধে তুমি আমাদেরকে

أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَرْتُبْنَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِمْ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٧﴾

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا مُسِيئِينَ أَوْ نَحْطِئًا مَا كُنَّا لَكَ بِشَيْءٍ عَاقِلِينَ ﴿٢٨٨﴾

مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٩﴾